জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আজ পুণ্যস্নান

আজ গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ। কুম্ভ না থাকার কারণে এই গঙ্গাসাগরের মেলাতে পুণ্যার্থীদের ভিড় অন্যান্য বারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চলছে

শীতের কামড়

রাজ্য জুড়ে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। আবার নিম্নমুখী হবে তাপমাত্রা। পৌষ সংক্রান্তিতে জাঁকিয়েই অনুভূত হবে শীত। বৃহস্পতিবার নতুন করে আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসার সম্ভাবনা রয়েছে

সারে অতিরিক্ত কাজের চাপ দুর্ঘটনায় পড়া বিএলওর মৃত্যু

চেন্নাইয়ে কাজে গিয়ে রহস্যমৃত্যু মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৩০ ● ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৯ পৌষ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 230 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 14 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ : ভোটার তালিকায় নাম না উঠলেই

বিএলও-ইআরও-ডিএমদের অভিযোগ করুন, নথি দিন

প্রতিবেদন : বিজেপির চক্রান্তের পর্দাফাঁস। অপরিকল্পিত এসআইআরের নামে ভোটারদের যে নাম কাটার ষড়যন্ত্র চলছে, তা ধরা পড়ে গেল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার তালডাংরায় বিজেপি নেতাদের গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এসআইআরের ৭ নম্বর ফর্ম (আপত্তি ফর্ম)। তিন থেকে চার হাজার ফর্ম ভর্তি গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। গাড়িটিতে বিজেপির পাঁচজন কর্মী ছিল। ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে আটক করা হয়েছে, বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। ধৃতরা খাতড়া থানায় তদন্তাধীন রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির এই চক্রান্তের ছবি ফাঁস করেন নিজের মোবাইলে। বিজেপি নেতার গাড়িতে উদ্ধার হওয়া ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, এটাই ওদের পরিকল্পনা। এভাবেই ওরা বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। ফর্মগুলিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য আগে থেকেই পূরণ করা ছিল, তার অধিকাংশই তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের। ধাওয়া করে খাতড়াগামী গাড়িটিকে আটক করা হয়। এই ঘটনার পরেই খাতড়া থানায় হাজির হন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। মন্ত্রী বলেন, বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতেই এত বিপুল সংখ্যক ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিল বিজেপি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। কোনও ভোটারের তথ্য সংক্রান্ত আপত্তি জানানোর জন্য ৭ নম্বর ফর্ম জমা করতে হয় বিএলএ ২-দের। একজন বিএলএ ২ সর্বাধিক ১০টি আপত্তি ফর্ম জমা করতে পারেন। সেইমতো বিজেপি কর্মীরা খাতড়া মহকুমা শাসকের দফতরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। বিষয়টি নজরে পড়তেই গাড়িটিকে ধাওয়া করা শুরু করেন তালডাংরার তৃণমূল কর্মীরা। খাতড়া সিনেমা রোডের কাছে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

(এরপর ১২ পাতায়)

মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন

- দিল্লিতে বসে বৈধ ভোটার বাদের চক্রান্ত
- নির্বাচন কমিশনের ভুলে মিস ম্যাচ
- বিজেপির স্বার্থে কমিশনের ব্ল্যাক ম্যাজিক
- বেছে বেছে মহিলাদের নাম বাদ
- বিবাহিত মেয়েদের ভুল ম্যাপিংয়ে নাম বাদ
- ৫৪ লক্ষ কারা? কোনও তালিকা নেই
- হিয়ারিংয়ে ডাকা ব্যক্তিদেরও নাম বাদ
- মহারাষ্ট্র-হরিয়ানা-বিহারে এভাবে ভোটচুরি
- লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সার-এ ছিল না
- কমিশন কি বিজেপির দলদাস? নাকি গণতন্ত্রের রক্ষক

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পৌষ পার্বণ

গোধূলির সোঁদালে সর্ষেখেতে
ভাত ঘুমের গোলাপি দেওয়াল
পৌষলক্ষ্মীর কুয়াশার ধোঁয়ায়
সন্ধ্যাবেলা মধ্যরাত্রির খেয়াল।

স্বপ্নসিঁড়ির ঘরের চালে
মাটি বিতানের জ্যোৎস্নায় আঁচল
মাতৃমার প্রসন্ন বদনে
পৃথিবীর উঠোন মা এ, সচল।

চাঁদের আলোকে সেজেছে
তাম্রকায় মানুষের দর্পণ
আকাশ সাগরে উড্ডীন তারাদল
মাটিকে করেছে অর্পণ।

সাঁঝবেলার শঙ্খ দিয়া
শীতকাতুরে ধানের গোলায়
উঁকি মারছে, হাসির ঝিলিক
পৌষ রাত্রি মেতেছে খেলায়।

ধানের খেতের কলস্বরে
পিঠে-পুলির আনন্দ প্রতি ঘরে
পৌষপার্বণের পরশ পাথরে
গ্রামের জীবন পূর্ণ করে।

এবার বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার ভোট

রৌনক কুণ্ডু ● কোচবিহার

২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচন শুধু বিজেপিকে হারানোর নির্বাচন নয়, ওদের শিক্ষা দেওয়ার নির্বাচন। এবার কোচবিহারের রণসংকল্প সভা থেকেও হুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে কোচবিহারের মঞ্চে হাঁটল ১০ ভূত। নির্বাচন কমিশনের খাতায় যাঁরা মৃত। তালিকায় রয়েছেন অশ্বিনী অধিকারী, কাজিমা খাতুন, আলিমান বেওয়া, মুর্শিদ আলম, আজিজুর রহমান, তপন বর্মনরা। কমিশনকে মোক্ষম খোঁচা দিয়ে অভিষেক বলেন, এঁরা সবাই জীবিত, অথচ ভোটার তালিকায় এঁদের অস্তিত্ব নেই। এর পরেই প্রশ্ন, মানুষের মৌলিক ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চেষ্টার জবাব দেবেন না?

কোচবিহারের এসআইআর-এর নামে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষকে নতুন করে নোটিশ ধরানো হয়েছে বলে অভিযোগ অভিষেকের। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, যাঁরা কমিশনের নোটিশ পেয়েছেন, তাঁদের সবার নাম যেন ভোটার লিস্টে থাকে, এটা দলের কর্মীদের নিশ্চিত করতে হবে। দিল্লির বিষয়টা আমরা বুঝে নেব। কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। এটা শুধু তৃণমূল বনাম (এরপর ১২ পাতায়)

জনপ্লাবন। 'রণসংকল্প সভা'য় কোচবিহারের ঘুঘুমারি কদমতলা মাঠে অভিষেকের জনসভা। মঙ্গলবার।

বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার ৪ হাজার 'সার' ফর্ম-৭

প্রতিবেদন : বিজেপির চক্রান্তের পর্দাফাঁস। অপরিকল্পিত এসআইআরের নামে ভোটারদের যে নাম কাটার ষড়যন্ত্র চলছে, তা ধরা পড়ে গেল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার তালডাংরায় বিজেপি নেতাদের গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এসআইআরের ৭ নম্বর ফর্ম (আপত্তি ফর্ম)। তিন থেকে চার হাজার ফর্ম ভর্তি গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। গাড়িটিতে বিজেপির পাঁচজন কর্মী ছিল। ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে আটক করা হয়েছে, বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। ধৃতরা খাতড়া থানায় তদন্তাধীন রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির এই চক্রান্তের ছবি ফাঁস করেন নিজের মোবাইলে। বিজেপি নেতার গাড়িতে উদ্ধার হওয়া ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, এটাই ওদের পরিকল্পনা। এভাবেই ওরা বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। ফর্মগুলিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য আগে থেকেই পূরণ করা ছিল, তার অধিকাংশই তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের। ধাওয়া করে খাতড়াগামী গাড়িটিকে আটক করা হয়।

(এরপর ১২ পাতায়)

বাঁকুড়ায় বিজেপি নেতার এই গাড়ি থেকেই এসআইআরের ফর্ম-৭ উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 January, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৬ মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)

এদিন বাংলাদেশের পাবনা (অধুনা রাজশাহি) জেলার নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা : কল্লোল যুগের বিখ্যাত লেখক যুবনাশ্ব বা মণীশ ঘটক। কাকা : ঋত্বিক ঘটক। বড়মামা : অর্থনীতিবিদ, 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শচীন চৌধুরী। মায়ের মামাতো ভাই : কবি অমিয় চক্রবর্তী। ক্লাস ফাইভ থেকে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলার ক্লাস নেন, নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্কর বেইজকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া যায়। জ্ঞানপীঠ থেকে ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে ভূষিত মহাশ্বেতা যতখানি লেখক, ততখানিই অ্যাক্টিভিস্ট। একটিমাত্র অভিধায় মহাশ্বেতাকে ধরা তাই অসম্ভব। তিনি 'হাজার চুরাশির মা'। 'অরণ্যের অধিকার'-এর সেই প্রবাদপ্রতিম লাইন 'উলগুলানের মরণ নাই'-এর জননী। অন্যদিকে তিনি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ। একদিকে তাঁর লেখায় বিহার-মধ্যপ্রদেশের কুর্মি, দুসাদ, ভাঙ্গিরা সজোরে বাঙালি পাঠকের দরজায় ঘা দেয়। আর এক মহাশ্বেতা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে দিল্লি বোর্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আনন্দপাঠ' নামে সঙ্কলন তৈরি করেন, জিম করবেট থেকে লু স্যুন, ভেরিয়ের এলউইনকে নিয়ে আসেন বাংলা অনুবাদে। তাঁর বাড়িতে গ্রাম থেকে আসা হতদরিদ্র মানুষের ছিল নিত্য আনাগোনা। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা জনপ্রিয় হওয়ার অনেক আগেই তো মহাশ্বেতার লেখায় উঠে আসছিল অশ্রুত সব স্বর। ১৯৬৬ সালে বেরিয়েছিল 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু'। সেখানে ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি : 'অনেকদিন ধরেই ইতিহাসের রোমান্স আমাকে আর আকর্ষণ করছিল না। এমন এক যুবকের কথা লিখতে চেয়েছি যে তার জন্ম ও জীবনকে অতিক্রম করে নিজের জন্য একটি জগৎ তৈরি করতে চেয়েছিল, যে জগৎ তার নিজের সৃষ্ট।' 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর'-এও সেই অবিনশ্বর স্পিরিট: 'চোট্টি দাঁড়িয়ে থাকে। নিরস্ত্র। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে চিরকালের সঙ্গে মিলেমিশে হয়ে যায় নদী, কিংবদন্তী। একমাত্র মানুষই যা হতে পারে।' এই প্রান্তিক জীবনের কাহিনিকার হিসেবেই মহাশ্বেতা পরিচিত আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিদ্বৎসমাজে।

১৯৭২ অনুভা গুপ্ত (১৯৩০-১৯৭২) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম মৃদুলা। 'সমর্পণ' ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে মৃদুলা তাঁর মায়ের 'আভা' নামটিকে 'অনুভা' করে নিয়েছিলেন প্রযোজকদের অনুরোধে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন ছিলেন অনিল দে। এহেন জনপ্রিয় ও কৃতী এক ক্যাপ্টেনের প্রেয়সী সুন্দরী অনুভাকে কলকাতা ময়দানের ফুটবলপ্রেমীরা ভালমতোই চিনতেন। বলা যেতে পারে, পরবর্তী কালের শর্মিলা ঠাকুর-মনসুর আলি খান পতৌদি, ভিভ রিচার্ডস-নীনা গুপ্ত বা আজকের অনুষ্কা শর্মা ও বিরাট কোহালির পূর্বসূরি হলেন চল্লিশের দশকের কলকাতা ময়দানের অনিল-অনুভার জনপ্রিয় জুটি। সেই কারণেই অনুভা গুপ্ত বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালক ও প্রযোজকদের চোখে পড়েছিলেন ওই মোহনবাগান ক্লাবের গ্যালারি থেকে, ১৯৪৬ সালেই। তার পর তাঁকে নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র এতটাই মেতে উঠেছিল যে, দেখা যাচ্ছে পরবর্তী ছ'বছরে তিনি চব্বিশটি ছবিতে অভিনয় করছেন। অর্থাৎ প্রতি বছর তাঁর চারটি করে ছবি মুক্তি পেয়েছিল। ষোলো বছর বয়সে অভিনয় জীবন শুরু করে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ছাব্বিশ বছরের অভিনয় জীবন হঠাৎই থেমে যায়।

১৮৯৮ লুইস ক্যারল (১৮৩২-১৮৯৮) এদিন প্রয়াত হন। ছোটদের স্বপ্নবিলাসী করে তুলতে, তাদের নিয়ে কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করতে তার জুড়ি মেলা ভার। তার গল্পে থাকত না নীতিবাক্যের ঘেরাটোপ, নেই ছোটদের ভয় পাওয়ানো শাস্তির জুজু। গল্প জুড়ে শিশুদেরকে নানা ফ্যান্টাসির জগতে ভ্রমণ করিয়ে আনার এক অসাধারণ প্রতিভা ছিল লুইসের। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ, কবি, আবিষ্কারক, প্রাবন্ধিক, যাজক এবং শখের আলোকচিত্র শিল্পী। তাঁকে সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রগ্রাহক বলেও মনে করা হয়। অবসর সময়ে তিনি ব্যাডমিন্টন, দাবা, বিলিয়ার্ড, তাস ইত্যাদি খেলতে খুব ভালবাসতেন।

১৯৩৮ বেলুড় মঠে শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ মন্দিরটি স্বামী বিবেকানন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছিল। এদিন চতুর্থ সংঘ গুরু স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মন্দিরটি উৎসর্গ করেন।

১৯২৯ শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৯৮৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়কদের অন্যতম। তাঁর অনেক গান আজও বাঙালি শ্রোতাদের কাছে আদৃত। তাঁর সুর করা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে আছে 'দেয়ানেয়া', 'আনন্দ আশ্রম', 'অমানুষ'-এর মতো ছবিও। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। প্রথম প্লে ব্যাক গায়ক হিসেবে ১৯৪৮ সালে 'সুনন্দার বিয়ে'তে সাড়া ফেলেন।

কর্মসূচি

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজা প্যারীমোহন কলেজের শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রাজ্য যুব সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, হুগলি জেলার ছাত্র সভাপতি সৌভিক মণ্ডল-সহ অন্যরা।

মধ্যমগ্রামের বাদু এলাকার বুথে বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে এসআইআর নিয়ে এলাকার ভোটারদের সহায়তা করলেন বারাসত পুরসভার চিকিৎসক কাউন্সিলর ডাঃ বিবর্তন সাহা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৪

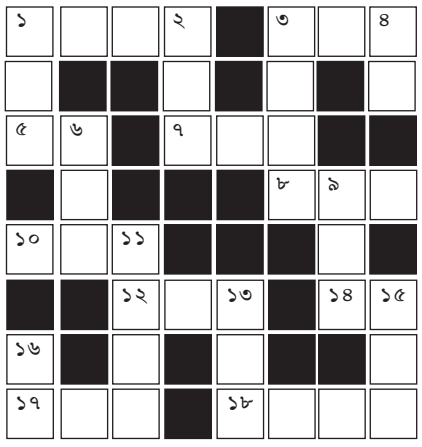

পাশাপাশি : ১. ইলেক ৩. গণনা, হিসাব ৫. জল ৯. সারি, পঙ্‌ক্তি ৮. রথ ১০. পক্ষীরব, কূজন ১২. অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৪. কিস্তি, বার ১৭. মজুর ১৮. দাঁতের পাথরি রোগ।

উপর-নিচ : ১. সমষ্টি ২. উভলিঙ্গের বৈশিষ্ট্যযুক্ত নারী ৩. নিকট, সমীপস্থ ৪. যশ, প্রসিদ্ধি ৬. স্ফূর্তিবাজ ৯. জরুরি প্রয়োজন ১১. অবশেষ ১৩. অন্যের সঙ্গে মিশতে সংকোচ বোধ করে এমন, লজ্জাশীল ১৫. জুয়াখেলাবিশেষ ১৬. ঠাসাঠাসি অবস্থা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১৩ : পাশাপাশি : ১. আতুরনিবাস ৬. মাঘ ৮. কপনি ৯. ধনদাস ১০. বাস্তুহারা ১২. আলিসা ১৩. রিপু ১৫. ললিতপ্রহার। **উপর-নিচ :** ২. তুরানি ৩. নিরায়ুধ ৪. সমা ৫. চাকরিবাকরি ৭. ঘরসংসার ১১. রাগান্বিত ১২. আত্মহা ১৪. পুল।

১৩ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪০৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪১৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৬৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৬৩৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.০৮	৮৬.০৯
ইউরো	১০৬.৪৭	১০৩.৮৫
পাউন্ড	১২২.৯৯	১১৯.৮৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

14 January, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

ফের মেট্রো বিভ্রাট। মঙ্গলবার সকালে ব্লু লাইনের নেতাজি ভবন ও রবীন্দ্র সদনের মাঝে আটকে গেল মেট্রো। টালিগঞ্জ থেকে ময়দান, দীর্ঘ অচলাবস্থায় চূড়ান্ত ভোগান্তি

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ কমিশনের নোটিশ ও হিয়ারিং রিপোর্ট দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ডানদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নন্দিনী চক্রবর্তী, মনোজ পন্থ ও জাভেদ শামিম। মঙ্গলবার।

আন্তর্জাতিক পরিচিতি পাওয়া গঙ্গাসাগরেও বঞ্চনা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : রাজ্য ও দেশের সীমানা পেরিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা আজ আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে গঙ্গাসাগর ক্রমেই নিজের স্থান পাকাপোক্ত করছে। কিন্তু এই বিশাল তীর্থোৎসব আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছালেও কেন্দ্রের বরাদ্দ বা সহায়তা আজও অধরা। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার ফের দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স-হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। আগের সরকারের সময় তীর্থযাত্রীদের উপর যে 'তীর্থ কর' চাপানো হয়েছিল, ক্ষমতায় এসেই তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন মেলায় যেতে আর কোনও কর দিতে হয় না। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের

সুবিধার্থে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কপিলমুনির আশ্রম ও মেলা প্রাঙ্গণ সাজানো থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পর্যাপ্ত বাস-ভেসেল-লঞ্চ-জেটি পরিষেবা, নদীপথ ড্রেজিং, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও আলোকসজ্জা, পানীয় জল, হাসপাতাল, চিকিৎসক-নার্স-অ্যাম্বুল্যান্স, থাকার জায়গা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জরুরি হেলিকপ্টার পরিষেবা ও হেলিপ্যাড, নিরাপত্তা—সব দিকেই রাজ্য সরকার পূর্ণ নজর দিয়েছে। এরপরেই কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আশা রাখি, এই গুরুত্বপূর্ণ মেলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিদারুণ অবহেলা ও অমনোযোগের একদিন অবসান ঘটবে। কুম্ভ মেলায় যেখানে কেন্দ্রের বিপুল আর্থিক বরাদ্দ থাকে, সেখানে গঙ্গাসাগর আন্তর্জাতিক স্তরের তীর্থোৎসব হওয়া সত্ত্বেও কোনও কেন্দ্রীয় সাহায্য বা বরাদ্দ মেলে না—এই 'বঞ্চনার' অভিযোগ বারবার তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

■ বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রচার কর্মসূচি। খড়দহের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম প্রমুখ।

■ গোলপার্কে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মেলায় মেয়র বিধায়ক দেবাশিস কুমার, পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর চৈতালি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ চৌরঙ্গি বিধানসভায় ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে এসআইআর সহায়তা শিবিরে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ।

■ হাওড়ার আমতায় কাশমলি অঞ্চলে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচির প্রচারে বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

অনিকেতে ক্ষোভ

প্রতিবেদন : নির্যাতিতার নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রাউড ফান্ডিং শুরু করেছেন ডাঃ অনিকেত মাহাতো। এসআর-শিপ ছাড়ার নামে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা চাইছেন অনিকেত। যা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আরজি কর হাসপাতালের নিহত চিকিৎসক-পড়ুয়ার বাবা-মা। তাঁদের সাফ প্রশ্ন, তাঁদের মেয়ের নামে অনিকেত টাকা চাইবে কেন? নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য, অনিকেত যেটা করছে, সেটা আমরা একেবারেই সাপোর্ট করছি না। আমার মেয়ের নাম নিয়ে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মেয়ের নামে টাকা চাইবে কেন? এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। অনিকেতের ডাকে আমরা আর কোনও অভিযানে যাব না। প্রয়োজনে আবার সিজিও কমপ্লেক্সে যাব, তবে অনিকেতের সঙ্গে নয়।

অমানবিক কমিশনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ তৃণমূলের

এসআইআর-হিয়ারিংয়ে ডেকে হেনস্থা ও হয়রানি

প্রতিবেদন : শুনানির নামে নিষ্ঠুর কমিশনের নাম বাদের ষড়যন্ত্রে বাংলার সাধারণ মানুষ থেকে দেশের নাম উজ্জ্বল করা বিশিষ্টদের হেনস্থা-হয়রানি অব্যাহত। ছাড় পাচ্ছেন না ষাটোর্ধ্ব থেকে শতায়ু প্রবীণরাও। সাংসদ-বিধায়কদের মতো জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন থেকে জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা কিংবা মোহনবাগান রত্ন টুটু বোস অথবা কবি জয় গোস্বামী—কমিশনের ডাকে বাদ যাচ্ছেন না কেউই। গ্রামে-গ্রামে বাসিন্দাদের হেনস্থা করতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে সিংহভাগ গ্রামবাসীকেই। চূড়ান্ত অসুস্থতাকেও উপেক্ষা করে হাসপাতালের বেড থেকে অক্সিজেনের সিলিন্ডার হাতে শুনানিতে ছুটতে হচ্ছে। সার-আতঙ্কে কিংবা শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ, কাজের চাপে আত্মঘাতী বহু বিএলও। তা সত্ত্বেও হুঁশ ফেরেনি কমিশনের।

মঙ্গলবারও রাজ্য জুড়ে এসআইআর শুনানিতে একই হেনস্থা-হয়রানির ছবি ধরা পড়ল। বর্ধমানের কাঁকসার

■ জগৎবল্লভপুর বিডিও অফিসে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ।

জাঠগড়িয়া এলাকার ১৩ নং বুথে ১২৬০ জন ভোটারের মধ্যে ৩৭০ জনকেই ডাকা হয়েছে শুনানিতে। নোটিশ পেয়েই ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা। নদিয়ার পলাশিপাড়াতেও একই বুথের ৪০০ ভোটারকে হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠানোয় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকে কমিশনের ডাকে বাধ্য হতে হাজিরা দিতে হয়েছে ১০৪ বছরের হারু শেখকে। এমনকী, একই বুথে শুনানি-হাজিরার জন্য হাসপাতাল থেকে ছুটি নিতে হয়েছে ৭৫ বছরের অসুস্থ মানোয়ারা বিবিকে। হুগলির চুঁচুড়াতেও ভাঙা পা অশক্ত শরীর নিয়ে শুনানিতে এসে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি।

শুধু দক্ষিণে নয়, শুনানিতে হেনস্থা-হয়রানির একই ছবি রাজ্যের উত্তরেও। দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়িতে দু'বার স্ট্রোকে আক্রান্ত প্রৌঢ়কেও শুনানির লাইনে দাঁড় করিয়েছে কমিশন। অমানবিক কমিশনের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় গর্জে উঠছে মানুষ। বর্ধমান ১ নং ব্লকের নাড়াগোয়ালিয়া গ্রামের কয়েকশো ভোটারকে একসঙ্গে শুনানিতে ডাকার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। প্রায় ৩০ কিমি দূরে বিডিও অফিসের বদলে ৫ কিমির মধ্যে শুনানি কেন্দ্র করার দাবিতে এদিন বর্ধমান-নবদ্বীপ সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে, আগুন জ্বালিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। তমলুকের কাছে নিমতলা এলাকায় এদিন শুনানি-হয়রানির প্রতিবাদে পাঁশকুড়া–রাধামণি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে বিডিও অফিসের সামনেও কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান মানুষ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 January, 2026 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

প্রকাশ্যে চক্রান্ত

এসআইআরের অন্তরালে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। বহু আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস কমিশনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে। যত দিন যাচ্ছে তথ্যপ্রমাণ-সহ প্রমাণিত হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ১০০ শতাংশ সঠিক। ঘটনাস্থল বাঁকুড়ার তালডাংরা। মঙ্গলবার সেখানে বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে এসআইআইরের ৭ নম্বর ফর্ম। যে ফর্মটিকে ছোট কথায় আপত্তি ফর্ম বলা হয়। একটি বা দুটি ফর্ম নয়, প্রায় ৪ হাজার ফর্ম ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। গাড়িতে থাকা পাঁচজন বিজেপি কর্মীই পুলিশি হেফাজতে। এটাই ছিল কমিশন বকলমে বিজেপির পরিকল্পনা। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত। ফর্মগুলিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য আগে থেকেই পূরণ করা ছিল। তার অধিকাংশই তালডাংরা বিধানসভার। প্রশ্ন হল, বিজেপি নেতার গাড়িতে কীভাবে পূরণ করা ফর্ম পাওয়া গেল? সোজাসাপ্টা উত্তর একটাই— বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতেই ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম জমা দিতে যাচ্ছিল এই বিজেপি নেতারা। তৃণমূল কেন এটিকে বেআইনি এবং চক্রান্ত বলছে? তার কারণ, যদি এই বিজেপি নেতারা বিএলএ-২ হয়েও থাকে তাহলে এক-একজন ১০টির বেশি আপত্তি ফর্ম জমা দিতে পারবেন না। গাড়িতে যদি পাঁচজন নেতাও থেকে থাকেন তাহলে মেরেকেট ৫০টি ফর্ম থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে ছিল প্রায় হাজার চারেক ফর্ম। বিজেপি জবাব দিক। কমিশন জবাব দিক। চক্রান্ত ধরা পড়েছে। বিজেপি মনে রাখুক এটা দিল্লি, মহারাষ্ট্র কিংবা বিহার নয়।

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপির কালাজাদু কমিশনের ভ্যানিশকুমার

৫৪ লক্ষ নাম একতরফা নাম বাদ দেওয়া হল। বেছে বেছে মহিলাদের টার্গেট করা হয়েছে। বিজেপির স্বার্থে ও নিজের পরিবারের স্বার্থে মানুষকে নিয়ে খেলা করছে ভ্যানিশ কুমার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এসআইআরে বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে। দিল্লিতে বসে বৈধ ভোটার বাদ দেওয়ার চক্রান্ত। কাদের নাম বাদ গেল সেই বিষয়ে তথ্য গোপন করেছে কমিশন। কমিশনের ভুলেই মিস ম্যাচ হয়েছে। এআই দিয়ে ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। বিজেপির স্বার্থে ব্ল্যাক ম্যাজিক করছে কমিশন। মহারাষ্ট্রে-হরিয়ানাতেও এইভাবে কারচুপি করেছে বিজেপি, সেটা পরিষ্কার। মাইক্রো অবজার্ভার বিজেপির দলদাস। শুনানিতে ডাকার পরে লগইন করার সঙ্গে সঙ্গেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডিএমরা নাম তুলতে পারেননি। ভোটার ঠিক করে, নির্বাচিত সরকারও ঠিক করে দিচ্ছে কমিশন। ৮৪ জন মারা গিয়েছেন। ৪ জন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। ১৭ জনের স্ট্রোক হয়েছে। এত মৃত্যুর দায় কমিশন-বিজেপিকে নিতে হবে। যে ৫৪ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছে, বলছে ইআরও বাদ দিয়েছে। অথচ ইআরও জানে না। ইআরও-কমিটির তরফে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। যাঁদের নাম প্রথম পর্যায়ে ডিলিট করা হয়েছে তাঁদের ফর্ম ৬ ও ৭ ফিলাপের অধিকার আছে। যে ৫৪ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের নামের ডেটা কাউকে দেওয়া হয়নি। চূড়ান্ত অসততার সঙ্গে কাজ করছে ভ্যানিশ কুমারের ইলেকশন কমিশন। এর মধ্যে, এই ষড়যন্ত্রের অংশ প্রকাশ্যে। মঙ্গলবার দুপুরে তালড্যাংরা থেকে একটি সাদা রঙের চারচাকার পিছু নিয়েছিলেন তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী। কারণ, খাতড়ার দিকে যাওয়া ওই গাড়িতে ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ 'ফর্ম-৭'। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় কোনও নাম অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করা বা মৃত বা স্থানান্তর হওয়া ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে ব্যবহৃত হয় এই ফর্ম। এত বিপুল সংখ্যক ফর্মপূরণ করে বিজেপির তালড্যাংরার কর্মীরা খাতড়ায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, বৈধ ভোটারদের নাম যেনতেন প্রকারেণ বাদ দেওয়া। তৃণমূলকর্মীরা সেই চক্রান্ত রুখে দিয়েছেন। তাই বলি, ভোট লুঠের ষড়যন্ত্র দিকে দিকে ব্যর্থ করুন। বিজেপির নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কায়দায় বিজেপিকে ভোট জেতানোর ছক বানচাল করুন।

— **মণিকা অধিকারী, কায়স্থপাড়া, হালতু, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভারতীয় জুমলা পার্টি
জল মেশাচ্ছে জিডিপিতে

মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম দিকে একটি কমিটি গড়ে দেশের জিডিপি'র হার জানতে চায়। দেখা যায় ভারতের জিডিপি'র হার আগের আমলের চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে না। বিজেপি সরকার এই রিপোর্ট মানেনি। পরিসংখ্যান দফতরের মাধ্যমে পরবর্তীতে জিডিপি মাপলেও তাতে নিজেদের লোক বসিয়ে জিডিপিতে জল মিশিয়ে চলেছে। মিথ্যের পর্দা ফাঁস করতে লিখলেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবনারায়ণ সরকার

বাজেটের আগে জানা দরকার মোদির আমলে জিডিপি মাপার পদ্ধতি কতখানি ত্রুটিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'অরূপরতন' নাটকে বলেছিলেন, 'ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকে না পড়া যায়'। কার্যত, রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, কৌশল প্রয়োগে এমনভাবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে নিজেকেই সেই ফাঁদে পড়তে না হয়। আসলে ভারতে মোদি সরকারের আমলে বছরের পর বছর দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) পরিসংখ্যান এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে যে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদেরা এই পদ্ধতিতে বড় মাপের ত্রুটি নির্দেশ করা সত্ত্বেও মোদি সরকার তাতে আমল দেয়নি। শেষ পর্যন্ত আইএমএফ তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভারতের জিডিপি মাপার পদ্ধতিকে গুরুতর ত্রুটি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে সেটিকে 'C' গ্রেড হিসেবে নির্বাচিত করে। এটি তাদের চিহ্নিত চারটি গ্রেডের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। অর্থাৎ তারা ভারতের জাতীয় আয় মাপার সামগ্রিক পদ্ধতিকে এমন কিছু মৌলিক দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে যা বিশ্বের নামকরা আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুতর ও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। সাত বছর পূর্বে ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে ভারতে বর্তমান সরকারের আমলে জিডিপি বৃদ্ধি ২.৫ শতাংশ বেশি করে দেখানো হচ্ছে। তখন বর্তমান সরকার একথায় আমলই দেয়নি। এখন আইএমএফের ঠেলায় মোদি সরকার বিশ্বের আস্থা অর্জনের জন্য বলতে বাধ্য হচ্ছে আগামীতে আইএমএফের নির্দেশিত ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হবে। অথচ অতীতে ভারতকে তথ্যের জাগলারি নিয়ে এত লজ্জায় পড়তে হয়নি।

১ ফেব্রুয়ারি বাজেটের আগে গত ৭ জানুয়ারি চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) ভারতে প্রকৃত জিডিপির সম্ভাব্য হার নিয়ে বড় ঘোষণা করল কেন্দ্রের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে কতখানি প্রকৃত তথ্য এবং কতখানি জল সেটাই বড় প্রশ্ন দেশবাসীর কাছে। এবার তথ্যে আসা যাক। চলতি অর্থবছরে প্রকৃত হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতি ৭.৪ শতাংশ হারে বাড়তে চলেছে বলে গত ৭ জানুয়ারি তাদের প্রকাশিত প্রথম অগ্রিম হিসাব (ফার্স্ট অ্যাডভান্সড এস্টিমেট) - এ জানিয়েছে জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর, গত বছর যা ছিল ৬.৫ শতাংশ। চলতি বছরের (২০২৫-২৬) প্রথম ৬ মাসে ৮% এবং শেষ ৬ মাসে ৬.৮%, চলতি বছরের পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাবে ৯.৯%। উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে ৭%। শিল্পখাতে ৭% এবং কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৩.১%। মোদি সরকার আগামী বাজেটে যেটা ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাইছে তা হল ট্রাম্প সাহেব ৫০% শুল্ক বসালেও ভারতের অর্থনীতি এগোচ্ছে দ্রুতগতিতে। গত বছর জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫%। এ বছরে বাড়বে ৭.৪%। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত বছরের চেয়ে চলতি অর্থ বছরে ভারতের জিডিপি অতিরিক্ত বাড়বে প্রায় ৯.৫%। এই তথ্যের মধ্যে যে অনেকটা ভোজবাজি রয়েছে সে প্রশ্নটাই তুলে দিল স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাটি (IMF)। ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটাই প্রশ্ন— ভারতের প্রকৃত জিডিপির মধ্যে কতখানি জল এবং কতখানি প্রকৃত তথ্য।

আইএমএফ ভারতের জিডিপির পরিমাপের ক্ষেত্রে যে মৌলিক ত্রুটিগুলো তুলে ধরেছে (যা মোদি সরকার অস্বীকার করতে পারেনি) তার কয়েকটি নিম্নে বিচার করা যাক। প্রথমত, ভারতের জিডিপি মাপার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ভিত্তিবর্ষ নিয়ে। এখনও মোদি সরকার ১৫ বছর আগে ২০১১-১২ অর্থবর্ষকে জিডিপি মাপার ভিত্তিবর্ষ হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে। আইএমএফ মনে করে দীর্ঘ ১৫ বছরের মধ্যে ৩/৪ বার ভিত্তিবর্ষ বদল করা উচিত ছিল। তারা মনে করে বর্তমান খরচের ধারা, মানুষের ব্যয়ের অভ্যাস, উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং সেবাক্ষেত্রের আধিপত্য— এই পুরনো ভিত্তি বছরে মোটেই ধরা পড়ে না। প্রথমে নোট বাতিল, তারপর জিএসটি, এরপর ফিনান্সিয়াল ব্যঙ্কিং সেক্টরের সমস্যা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপর আঘাত, এরপর কোভিড মহামারী, এরপর পুনরায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপর আঘাত— এই পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে জিডিপি মাপার ভিত্তি বছর একাধিকবার পরিবর্তন করা উচিত ছিল বলে জোরালোভাবে মনে করে সংস্থাটি। নোট বন্দির সময় ৩ লাখ সংস্থাকে শেল কোম্পানি বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু পরিসংখ্যানে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। সার্ভে অব সার্ভিস সেক্টরের জরিপের সময় দেখা গেছে তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির ৩৫ শতাংশ কোম্পানি যেখানে লিস্টে ছিল, সেগুলো আর নেই। বিগত বছরগুলোতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বারবার বিরাট আকারের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু কোনও প্রভাব জিডিপিতে পড়েনি। তাই ১৫ বছর পূর্বের এই ভিত্তি বছরের উপর বর্তমানের জিডিপি পরিমাণ নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, জিডিপি মাপার পদ্ধতি বর্তমান সরকারের সময় বদলে ফেলা হয়েছে। দাম সূচক এমন এক অর্থনৈতির সূচক (এবং সঠিক সূচক) যা দেশীয় উৎপাদকদের তাদের উৎপাদনের জন্য প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের গড় পরিবর্তনকে পরিমাপ করে। সমস্ত উন্নত দেশগুলোতে এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশে এই সূচকই ব্যবহার করা হয়। মোদির আমলে পাইকারি দাম সূচকেই জিডিপি মাপা হয়। অর্থাৎ যদি সরকার দেশের জিডিপি বৃদ্ধি দেখাতে চায়, তাহলে সরকারি ট্যাক্স বাড়িয়ে দিলেই হবে। তাই আইএমএফ মনে করে উৎপাদন দাম সূচকের পরিবর্তে প্রক্সি সূচক (পাইকারি দাম সূচক, যা মোদি সরকার চালু করেছে) কখনও জিডিপি'র প্রকৃত তথ্য দেয় না। মোদ্দা কথা, বাজেটের তথ্যে জল মেশানোর জন্য এই সূচক ব্যবহার করেছে মোদি সরকার।

তৃতীয়ত, আরও উদ্বেগের বিষয় হল, মোদি সরকার জিডিপি মাপার জন্য ব্যয় ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করছে। আগে উৎপাদন ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা হত। এর ফলে গণনার ক্ষেত্রে বড় রকমের পার্থক্য ঘটছে। এক্ষেত্রেও আইএমএফ মনে করে তথ্যে জল মেশানোর সুযোগ থাকে।

চতুর্থত, মোদির আমলে জিডিপি পরিমাপের ক্ষেত্রে অসংগঠিত ক্ষেত্রের তথ্য (যেখানে দেশের ৮৫ শতাংশের বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়) সংগঠিত ক্ষেত্রের তথ্য দিয়ে অনুমান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও তথ্যে জল মেশানো হচ্ছে। পঞ্চমত, ভারতে ত্রৈমাসিক যে জিডিপির তথ্য পরিমাপ করা হয় তাতে ঋতু অনুসারে সামঞ্জস্য করা হয় না, যা ফলত অসত্য তথ্য দেয়।

মোদির আমলে জিডিপি মাপার আরও অনেক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছে আইএমএফ। এবার মোদি সরকার বলতে বাধ্য হয়েছে যে আইএমএফের নির্দেশিত ত্রুটিগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেটানো হবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসছে যে গত ১৫ বছর যাবৎ মোদি সরকার যে তথ্য ও পদ্ধতির উপর দেশের জিডিপি হিসাব করে চলেছে তাতে যথেষ্ট ভুল ছিল এবং এই তথ্যে যথেষ্ট জল মেশানো ছিল।

এটা ঘটনা যে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম দিকে একটি কমিটি গড়ে দেশের জিডিপি'র হার জানতে চায়। তাতে দেখা যায় ভারতের জিডিপি'র হার কংগ্রেস আমলের চেয়ে বেশি দেখানো যাচ্ছে না। বিজেপি সরকার এই রিপোর্ট মানেনি। সরকার তখন নীতি আয়োগ দিয়ে জিডিপি মাপায়, যদিও নীতি আয়োগ জিডিপি মাপার অথরিটি নয়। দেশে শোরগোল ওঠায় পরিসংখ্যান দফতরের মাধ্যমে পরবর্তীতে জিডিপি মাপলেও তাতে তারা নিজেদের লোক বসিয়ে ক্রমশ জিডিপিতে জল মিশিয়ে চলেছে। অর্থাৎ ভারতের অতীতের স্বচ্ছ নীতিকে বিসর্জন দিয়ে বর্তমান সরকার নিজেদের মতো করে একটি পদ্ধতি তৈরি করে দেশের জিডিপি মেপে দেখিয়ে চলেছে যে কংগ্রেস আমলের চেয়ে বর্তমান আমলে জিডিপি'র হার অনেক অনেক বেশি। কার্যত, ম্যানিপুলেশন করে কীভাবে দেশের জিডিপি বেশি দেখানো যায় সেটাই সর্বদা চেষ্টা করে চলেছে মোদি সরকার।

বিশ্বের কাছে এই মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতির মাধ্যমে (যেটা মূলত ইচ্ছাকৃত) ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে ভারত জার্মানিকে ছাড়িয়ে বিশ্বে চতুর্থ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, যার জিডিপি প্রায় ৪.১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০৩০ এর মধ্যে জার্মানিকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হতে চলেছে ভারত। এটা কতখানি সত্য সেটাই এখন ভারতবাসীর কাছে প্রশ্ন। মোদি সরকারের ইচ্ছা যদি ম্যানিপুলেশন হয়, তাহলে আইএমএফ-এর উপরিউক্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করলেও জিডিপি ডেটাতে আগামীতেও জল মেশানো হবে, এটা অনেকটাই নিশ্চিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

14 January, 2026 • Wednesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

কোচবিহারে রণসংকল্প সভা • মন্দিরে পুজো অভিষেকের

কর্মীদের উৎসাহ ও উন্মাদনায় মদনমোহন মন্দিরে অভিষেক

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

কোচবিহারে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসে ফের মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, যতবারই কোচবিহারে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি তিনি শুরু করেন, তার আগে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন। রণসংকল্প সভায় কোচবিহারের সভা মঞ্চে আসার আগে এদিনও তিনি মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন।

সভামঞ্চে এসে বক্তব্য শুরুর প্রথমেই বলেন, কোচবিহারে আসব মদনমোহন মন্দিরে যাব না, তা তো হয় না। ২০২৩ সালের নবজোয়ারের কর্মসূচি আমি কোচবিহারে দিনহাটার মাটি থেকে শুরু করে ছিলাম, তখন মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু করেছিলাম। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে রাসমেলা ময়দানে মিটিং হয়েছিল, যখন এসেছিলাম মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেছিলাম ও মানুষের কাছে পৌঁছানোর লড়াই শুরু করেছিলাম। আজ যে উদ্দীপনা উৎসাহ উন্মাদনা দেখলাম, তাতে কোচবিহার থেকে বিজেপিকে উপড়ে ফেলা শুধু সময়ের অপেক্ষা। মন্দির-পথে এদিনও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সাধারণ মানুষ ভিড় ঠিল লক্ষ্যণীয়।

ভোটার তালিকায় মৃতদের র‍্যাম্পে হাঁটালেন অভিষেক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় তাঁরা মৃত। তাঁরাই হাজির অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণসংকল্প সভায়। সেই 'ভূত' ভোটারদের র‍্যাম্পে হাঁটিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের ডাকে মঞ্চে হাজির অশ্বিনী অধিকারী, শিবানি অধিকারী, কাজিমা খাতুন, আলিমান বেওয়া, মুকুল দেব কর্মকার, মুর্শিদ আলম, আবুজার মিয়া, আজিজার রহমান, তপন বর্মন-সহ ১০ জন। অভিষেক বলেন, ১০ জনকে উপস্থিত করালাম। এই দশজনই কোচবিহারের বাসিন্দা। এঁদের মৃত জানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম বাদ দিয়েছে বিজেপির দালাল নির্বাচন কমিশন। এঁদের কি মৃত মনে হচ্ছে? জবাব দেবেন না? ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এদিন এই দশজন ভোটার ছাড়াও এসআইআর চলাকালীন মৃত চার পরিবারের সদস্যরাও হাজির হন। সভা শেষে দেওয়ানহাটের বৃদ্ধা আলিমান বেওয়া বলেন, ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই। তাই আমি চিন্তিত। আবুজার মিয়া, তপন বর্মনরা বলেন, এর আগে সব নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। অথচ নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকাতে নাম নেই। আমরা অবাক।

হাড়োয়ায় কুলগাছি এলাকা থেকে উদ্ধার তাজা বোমা। হাড়োয়া থানার পুলিশ বোমা উদ্ধার করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

আজ মাহেন্দ্রক্ষণ, ৬০ লক্ষ ভক্তের পুণ্যস্নান সারা

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের নানা রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এসে পৌঁছেছেন। মাহেন্দ্রক্ষণের আগেই মঙ্গলবার পর্যন্ত ৬০ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরের পুণ্যস্নান সেরেছেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিনের বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী পুলক রায়, সুজিত বসু, মানস ভুঁইয়া, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার-সহ রাজ্য ও জেলা আধিকারিকর।

অরূপ বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারী অবধি গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য মাথা পিছু পাঁচ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাকালীন জীবনবিমা ঘোষণা করেছেন। তীর্থযাত্রী, সরকারি কর্মী, পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক, পরিবহণকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা বিমার আওতায় রয়েছেন। বিপুল ভিড় দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন। সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নানের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে তীর্থযাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিজের ছবি সম্বলিত শংসাপত্র এবার পেয়ে যাচ্ছেন। সাগরে বন্ধন ফটোবুথে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪.৫ লক্ষ পুণ্যার্থী ছবি সম্বলিত শংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন। কপিলমুনির আশীর্বাদে জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হোক, এই কামনাতেই গঙ্গাসাগরে সমবেত হয়েছে মানুষের ঢল। প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে এসে গিয়েছিল মঙ্গলবারের মধ্যেই। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, গঙ্গাসাগরকে রাজ্যের এক আবেগপূর্ণ জায়গা। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসে। তাঁদেরকে সহযোগিতা করতে তাঁরা সুন্দরভাবে যাতে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিতে পারেন তার জন্য রাজ্য সরকার একাধিক ব্যবস্থা করেছে।

■ গঙ্গাসাগর মেলায় 'মহাসাগর আরতি' প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন কপিলমুনি আশ্রমের জ্ঞানদাসজি মহারাজ। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস,পুলক রায়, মানস ভুঁইয়া, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সুজিত বসু, বেচারাম মান্না, বঙ্কিম হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার-সহ গঙ্গাসাগর মেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। এদিন গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন মন্ত্রী-আধিকারিকরা। মঙ্গলবার।

■ গঙ্গাসাগর। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এক অসুস্থ পুণ্যার্থীকে পাঠানো হচ্ছে কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ।

শুনানির নামে হেনস্থা নয়, সার-পদ্ধতি হোক মানবিক

প্রতিবেদন : এসআইআরে শুনানির নামে শহর থেকে গ্রামে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ডেকে হেনস্থা-হয়রানি চলছেই। অমানবিক কমিশনের অপরিকল্পিত এসআইআরে বাংলা জুড়ে বিজেপির নির্দেশে চলছে বৈধ ভোটারদের নাম বাদের চক্রান্ত। বিজেপির রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে দলদাস নির্বাচন কমিশনের 'অগণতান্ত্রিক' এসআইআর প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত হেনস্থা-হয়রানির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বাংলার নাগরিক সমাজ। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে এই নিয়ে ডেপুটেশন জমা দিল বাংলা একতা মঞ্চ। সিইও-র কাছে সংগঠনের সাফ দাবি, এসআইআর পদ্ধতি আরও মানবিক হোক! বাংলার মানুষকে রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কারণে অপমান না করে যথাযথ সময় নিয়ে সবকিছু বিবেচনা করা হোক। কমিশনের ডাকে শুনানিতে আসা মানুষের থেকে নথি নিয়ে কোনও রিসিভড কপি দিচ্ছে না কমিশন। তাই পরবর্তীতে কারও নাম বাদ গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে সঠিক নথি দেয়নি, সেটা কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব— এদিন কমিশনের কাছে সেই প্রশ্নও জানতে চেয়েছে বাংলা একতা মঞ্চ। সিইও-র কাছে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ থেকে সমাজের বিখ্যাত মানুষদের হয়রানি কিংবা ট্রান্সজেন্ডার ও যৌনকর্মীদের অসুবিধার কথাও তুলে ধরেছে নাগরিক মঞ্চ। বাংলা একতা মঞ্চের তরফে সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে ডেপুটেশন জমা দেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় ঘোষ, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, অভিষেক রায়, অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মারুফ হোসেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তন্ময় ঘোষ বলেন, এসআইআরের শুনানিতে ডেকে সমাজের প্রান্তিক মানুষ থেকে বিশিষ্টদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। অনেক মানুষ ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন। তাই নাগরিক সমাজের তরফে আমরা একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কমিশনকে তাঁদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছি। অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাড়াহুড়ো করে এসআইআরের নামে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসআইআরের সঙ্গে নাগরিকত্ব জুড়ে দিয়ে আরও বড় বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। তাই গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন, কীভাবে কী করতে হবে কিংবা কেন কী হচ্ছে, সেই সমস্ত তথ্য যেন সমাজের শেষস্তরের মানুষে কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়!

■ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা একতা মঞ্চ।

লক্ষ লক্ষ শুনানি বাকি
অপরিকল্পিত এসআইআর

প্রতিবেদন : বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া যে কতটা অপরিকল্পিত, তা পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব 'নোটিশ ও হিয়ারিং রিপোর্ট'-এ প্রকাশিত জেলা-ভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এখনও লক্ষ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ আদৌ কতটা সম্ভব, তা নিয়েই বাড়ছে প্রশ্ন।

নথি অনুযায়ী, রাজ্যে এখনও ৬৫ লক্ষের বেশি নোটিশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার অর্ধেকেরও কম নোটিশ ভোটারদের হাতে পৌঁছেছে। প্রায় ৩৩ লক্ষ নোটিশ এখনও ডেলিভারির অপেক্ষায়। শুনানির ক্ষেত্রেও একই ছবি। এক কোটির বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকার লক্ষ্য স্থির করা হলেও এখনও পর্যন্ত ৯ লক্ষের কিছু বেশি শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ বাকি রয়ে গিয়েছে পাহাড়প্রমাণ কাজ। লোকবল বাড়িয়েও সময়মতো সমস্ত শুনানি সম্পূর্ণ করা কার্যত অসম্ভব। প্রকৃত শুনানি ছাড়াই বহু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন বিজেপি বিধায়কেরই

সংবাদদাতা, বারাকপুর : এবার বিজেপি নেতাই নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন। বিজেপি বিধায়ক পবন সিং সহকারী রিটার্নিং অফিসার (এআরও) কুন্তল বসুর ঘরে ঢুকে অভব্য আচরণও করেন বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁর সঙ্গী দমদম বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি তাপস ঘোষও সরকারি আধিকারিককে অসম্মান করতে বাদ দেননি। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

রাজ্য জুড়ে যখন এসআইআরের মাধ্যমে যখন ভুয়া ভোটার মৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনার তৎপর, বারাকপুর মহকুমায় এসআইআর ফর্ম জমা হয়ে যাওয়ার পরেও ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ভুয়ো ভোটার রয়ে গেছে বলে দাবি বিজেপি বিধায়ক পবন সিংয়ের। এরপরেই নির্বাচন কমিশনের অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানান, শুধুমাত্র ভাটপাড়া কেন্দ্রেই ২৫ থেকে ২৬ হাজার ভুয়ো ভোটার আছে।

বিজেপির অসভ্যতা

প্রতিবেদন : বিজেপি মানেই নোংরামি-অসভ্যতার চূড়ান্ত। এটা একজন জনপ্রতিনিধির মুখের এই ভাষা? বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার প্রকাশ্য জনসভায় বলছেন, চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটাব শুয়ারের বাচ্চা! ওই ব্যক্তি তৃণমূল করেন কি না, তাও খোঁজ নিচ্ছেন! তাকে কার্যত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন সভা থেকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 December, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

মালদহে রেললাইনের ধারে এক প্রৌঢ়ের ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার। মৃতের নাম নিমাই বর্মন (৫৫)। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

অমানবিক কমিশন • এসআইআরের কারণে পরপর মৃত্যু • প্রতিবাদ

দুশ্চিন্তায় বাইক থেকে পড়ে যাওয়া জলপাইগুড়ির সেই বিএলওর মৃত্যু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গুরুতর অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। মঙ্গলবার এল দুঃসংবাদ। মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির বিএলও চ্যাংমারি স্কুলের শিক্ষিকা সুশীলা রায়ের। এসআইআরের অতিরিক্ত কাজের চাপ, অফিস থেকে বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যান গত শুক্রবার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাথায় গভীর চোট পাওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে তাঁর, মঙ্গলবার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিএলওর স্বামী। তিনি বলেন, এসআইআরের কাজের চাপ নিতে পারছেন না, বারবার এক কথা বলতেন। সম্প্রতি এই চাপে মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন। শুক্রবার এসআইআরের কাগজপত্র নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই মাথা ঘুরে পড়ে যান। উল্টোদিক একটি বাইক এসে ধাক্কা মারে। গুরুতর অবস্থায় তাঁর প্রথমে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন সুশীলাদেবী। মঙ্গলবার মৃত্যু হয়। এদিকে, নকশালবাড়িতে শুনানির জন্য কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো হয় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত বৃদ্ধাকে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ওই বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরাও কমিশনের অমানবিকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

সুশীলা রায়।

দিনমজুরের মৃত্যু, ধিক্কার জানিয়ে মিছিল, অবস্থান

মন্ত্রী গোলাম রব্বানির নেতৃত্বে মিছিলে পা মেলালেন সাধারণ মানুষও।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : এসআইআর আতঙ্কে দিনমজুরের মৃত্যু। অসহায় পরিবার। এসআইআরের নামে কমিশনের অমানবিক কাজের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল। মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন দলের নেতা-কর্মীরা। এদিন একটি প্রতিবাদ মিছিলও হয়। নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল আহ্বায়ক নিতাই বৈশ্য, পুরসভার পুরপ্রধান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ লতা সরকার, জেলা পরিষদের সদস্য রামদেব সাহানী, ব্লক সংখ্যালঘু সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অঞ্জন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, সোমবার দুপুরে ধনকৈল হাটে গরু বিক্রি করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন চাইন্দোইল গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত রায় নামে এক দিনমজুর। লক্ষ্মীকান্ত রায়ের ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আগামী ১৯ জানুয়ারি বিডিও অফিসে হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হয় তাঁকে এবং তাঁর ছেলে ও স্ত্রীকে। অভিযোগ, এরপর থেকে আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত রায়। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় নাম না থাকা এবং সেই সংক্রান্ত শুনানির দুশ্চিন্তায় প্রাণ হারান কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বোচাডাঙা অঞ্চলের চান্দোইল এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত রায় (৫০)। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় লক্ষ্মীকান্ত রায় এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল না। মৃত ব্যক্তির ছেলে হীরা রায়ের অভিযোগ, নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় এবং শুনানির চিন্তায় গত কয়েকদিন ধরে চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তাঁর বাবা।

বিধায়কের উদ্যোগ

কনকনে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে প্রত্যেকের থাকুক শীতবস্ত্র। এই বিষয়টি মাথায় রেখে মানবিক উদ্যোগ ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের। মঙ্গলবার চারটি এলাকায় কয়েক হাজার দুস্থ মানুষের হাতে তুলে দিলেন শীতবস্ত্র। বিধায়কের মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সকলে।

দলের নির্দেশে ইস্তফা

দলের নির্দেশে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শঙ্করকুমার দাস। তৃণমূলের দলীয় সূত্রে এমনই খবর। উল্লেখ্য, গত একমাস আগে দলীয় নির্দেশ আসে হলদিবাড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের বদলের। পুর বোর্ডের ১১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ কাউন্সিলরের সমর্থনে শঙ্করকুমার দাস ও অমিতাভ বিশ্বাস স্বপদে পুনরায় বহাল থাকেন। হলদিবাড়ি চেয়ারম্যান শঙ্করকুমার দাস ইস্তফাপত্র তুলে দেন হলদিবাড়ি পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাছে।

গ্রেফতার মামা-ভাগ্নে

একের পর এক পথচলতি মানুষকে ধারালো অস্ত্রের কোপ। গুরুতর জখম হয়েছেন তিনজন। শিলিগুড়ির ঘটনা। তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার হল মামা এবং ভাগ্নে। আহতদের পরিবারের অভিযোগ, সোমবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় এক যুবক তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। তার প্রতিবাদ করে প্রতিবেশী ওই যুবকরা। তারপরই হামলা।

মালদহে কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন ৫০০ কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে

যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক চন্দনা সরকার।

সংবাদদাতা, মালদহ : দলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে মালদহে দলে দলে কংগ্রেস ছাড়লেন কর্মীরা। যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। মঙ্গলবার কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের চোরি অনন্তপুর এলাকায় অনুষ্ঠিত এক যোগদান সভায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চোরি অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিউর রহমান, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাহানারা বিবি, হাবু মণ্ডল, অশোক মণ্ডল, শঙ্করী মণ্ডল, তাজনারা বিবি এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রার্থী কাজমুল শেখ। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক চন্দনা সরকার। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মতিউর রহমান বলেন, কংগ্রেসে থেকে মানুষের জন্য কাজ করা যাচ্ছিল না। এলাকার উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম। বিধায়ক চন্দনা সরকার বলেন, কংগ্রেস দলে একতার অভাব। সমন্বয় নেই। কাজ করতে পারছেন না নেতা-কর্মীরা। একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন তাঁরা। আগামিদিনে আরও অনেক নেতা-কর্মী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেবেন। তাঁরা প্রত্যেকেই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আজ, বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ৩৭তম ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। স্থান ময়নাগুড়ি জন্মেশ মুক্ত মঞ্চ। চলবে ১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। রাজ্যের বারোটি (১২টি) ব্লক/মিউনিসিপ্যালিটির মোট ৪৮ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬, জলপাইগুড়ির ছ'টি ইউনিট থেকে ২৪ জন এবং শিলিগুড়ি-দার্জিলিং থেকে চারটি ইউনিটের ১৬ জন উত্তর দিনাজপুরের একটি ইউনিট (রায়গঞ্জ) থেকে চারজন ও কলকাতা ইউনিট থেকে চারজন মোট ৪৮ জন প্রতিযোগী (যাঁরা চটকা ও দরিয়া বিভাগে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন) তাঁরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক।

কুয়ো থেকে উদ্ধারের পর লোকালয়ে তাণ্ডব আর এক দাঁতালের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিকে উদ্ধারের পরেই দাঁতাল ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। জলপাইগুড়ি শহরকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে হাতিটিকে লক্ষ্য করে সোমবার রাতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হয়। পরে হাতিটিকে ক্রেন দিয়ে তুলে উদ্ধার করে বনবিভাগ। মঙ্গলবার ভোরে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন ১ নম্বর সুভাষনগর কলোনিতে ঢুকে পড়ে হাতিটি। আচমকা আবির্ভাবে এলাকায় হুলস্থুল পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে কয়েকটি বাগান ও পাঁচিল ভেঙে ফেলে সে, তারপর দু'টি বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চালায়। দেওয়াল ভেঙে, আসবাব তছনছ করে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে হাতিটি। এই ঘটনায় জখম হন প্রমীলা ওরাওঁ নামে ১৯ বছরের এক গৃহবধূ। ভাঙা দেওয়ালের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে তড়িঘড়ি জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হলেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়ার পর ক্রেন দিয়ে উদ্ধার হাতি।

আমার বাংলা
14 January, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উপচে পড়া জনসভায় বক্তা অজিত মাইতি। ডানদিকে, মঞ্চে দেবাংশু ভট্টাচার্য, অজিত মাইতি, আশিস হুদাইত প্রমুখ। মঙ্গলবার।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যে অত্যাচার
ডেবরায় তৃণমূলের প্রতিবাদসভা

সংবাদদাতা, ডেবরা : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালির উপর অত্যাচার, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা ও বিজেপির মিথ্যা, কুৎসা অপপ্রচারের প্রতিবাদে আজ বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ভগবানপুর বাজারে তৃণমূলের প্রতিবাদসভা হয়। এই প্রতিবাদ সভায় ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য, পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি প্রমুখ। ওদিন এই প্রতিবাদসভায় বিজেপি ছেড়ে আসা বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন অজিত মাইতি, রাধাকান্ত মাইতি, আশিস হুদাইত প্রমুখ। প্রতিবাদসভা শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন দেবাংশু। বলেন মাননীয় নেত্রীর নেতৃত্বে গোটা রাজ্য জুড়েই এসআইআরের নামে বিজেপি ও কেন্দ্র সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পথে নেমে আন্দোলন হচ্ছে। বৈধ একজন ভোটারকেও বাদ দিতে দেওয়া যাবে না। বিজেপির চক্রান্ত আমরা সবাই মিলে রুখবই।

ডিজিটাল ক্লুতে ছিনতাই কাণ্ডের ৭ দিনের মধ্যেই কিনারা, ধৃত পাঁচ

জেলা পুলিশের সাফল্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ডিজিটাল ক্লু ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে জামবনি থানার ছিনতাই কাণ্ডের রহস্যভেদ করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ফোন-পে লেনদেনের সূত্র ধরে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের মূল ষড়যন্ত্রকারী-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামিম বিশ্বাস। ধৃতেরা হল সুনীল কৈবর্ত্য ওরফে রকি (ঝাড়খণ্ডের যাদুগোড়ার রুয়াম গ্রাম), শম্ভু পাল ওরফে রাজু (জামবনির মুড়াকাটি), শুভজিৎ সরকার ওরফে শুভ (ঝাড়গ্রামের জামদা), রোহিতকুমার শর্মা (ঝাড়খণ্ডের বার্মা মাইন থানার রেলওয়েজ কলোনি) এবং মোহন কিস্কু (ঝাড়খণ্ডের যাদুগোড়া থানার তিলতানাস)। এসডিপিও শামিম বিশ্বাসের নেতৃত্বে জামবনি থানার আইসি অভিজিৎ বসুমল্লিক ও ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের আধিকারিকরা রাতভর অভিযান চালিয়ে জামবনি, ঝাড়গ্রাম ও ঝাড়খণ্ডের তিনটি এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেন।

এসডিপিও অফিসে ধৃত পাঁচজন।

ঝাড়গ্রাম থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত প্রায় ৩০টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ১০টি ফুটেজ থেকে দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করা হয়। ঘটনার দু'দিন পর, ৮ জানুয়ারি ঘাটশিলায় ধৃতরা ছিনতাই করা টাকা ভাগাভাগি করে। রোহিত, রকি ও মোহন ৬৫ হাজার টাকা করে নেয়, আর শম্ভু ও শুভজিৎ নেয় ৪৫ হাজার করে। পুরো ঘটনার পরিকল্পনা শুভজিতের। সে ব্যাঙ্কে গিয়ে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতার নাম করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিত। শম্ভু সিএসপি সেন্টারের কর্মী সুব্রত সিংহের গতিবিধির উপর নজর রাখত এবং কোন রাস্তা দিয়ে দ্রুত ঝাড়খণ্ডের দিকে পালানো যাবে, সেই তথ্য দিত। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, ছিনতাইয়ের স্থান ও পালানোর পথ— সবকিছুই পূর্বপরিকল্পিত ছিল।

রোহিতকে ঝাড়খণ্ডের বার্মা থেকে গ্রেফতারের পরই সুনীল ওরফে রকিকে আটক করে পুলিশ। রকি সেদিন মোটরবাইক চালাচ্ছিল। তার কাছ থেকে গাড়িটি পাওয়া গিয়েছে। পরে মোহনকেও ঝাড়খণ্ড থেকে ধরা হয়। এসডিপিও জানান, ৬ জানুয়ারির ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একটি মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে। তবে এখনও ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও সিএসপি সেন্টারের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়নি।

বাড়াগড়ের স্কুলে ডিজিটাল ক্লাস

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়াগড় রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শুরু হল ডিজিটাল ক্লাস। আনুষ্ঠানিকভাবে তারই উদ্বোধন হল আজ। ছিলেন জেলা পরিষদের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরে কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক চিন্ময় হাজরা প্রমুখ। নারী ও শিশুকল্যান দফতরের আর্থিক সহযোগিতায় এটির উদ্বোধন হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক চিন্ময় হাজরা জানান, প্রথম পর্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের ডিজিটাল মাধ্যমে পড়ানো শুরু হবে। পাশাপাশি অন্য ক্লাসের বাচ্চাদের ডিজিটাল ক্লাসের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। ছড়া, শ্লোক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

এজলাস নিয়ন্ত্রিত

প্রতিবেদন : আইপ্যাকের সল্টলেক অফিসে ইডির তল্লাশি অভিযান সংক্রান্ত মামলার শুনানির আগে এজলাস নিয়ন্ত্রণ করল হাইকোর্ট। আজ, বুধবার শুনানি রয়েছে। তার আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানান, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বুধবার। শুনানির পুরো অংশ ভিডিও রেকর্ডিং ও সরাসরি সম্প্রচার হবে। শুধু মামলাকারী, তাঁদের আইনজীবী, সরকারি আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট আদালত কর্মীর প্রবেশাধিকার থাকছে। রুদ্ধদ্বার শুনানি হবে।

সন্দেহভাজন দুই নিপা আক্রান্ত, নিভৃতবাসে ৪৮

পূর্ব বর্ধমান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সন্দেহ করা হচ্ছে নিপা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের এক বাসিন্দা-সহ ২ জন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এবার আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবারের সদস্য মিলিয়ে ৪৮ জনকে হোম কোয়ারান্টাইনে পাঠাল জেলা স্বাস্থ্য দফতর। একই সঙ্গে এই ৪৮ জনেরই স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে। যদিও আক্রান্তরা নিপা ভাইরাসেই আক্রান্ত কি না তা এখনও নিশ্চিত হয়নি বলে দাবি করলেন মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম জানিয়েছেন, সন্দেহ করা হচ্ছে। এইরকম সন্দেহ করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায় একজন আছেন, তাঁর কাটোয়ায় বাড়ি। বারাসাতের নার্সিং স্টাফ। পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। বাড়িতেই ছিলেন। ৩ তারিখে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে ৪ তারিখে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ৬ তারিখ বারাসাতের হাসপাতালে বাড়ির লোকজন নিয়ে যান। এখনও নিশ্চিত হয়নি, সন্দেহ করা হচ্ছে। বাড়ির লোকজন, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স, চিকিৎসক মিলিয়ে ৪৮ জন ওঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাই তাঁদের হোম কোয়ারান্টাইন করার কথা বলা হয়েছে। ওঁদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। আক্রান্তের মা নিজেও একজন মঙ্গলকোটের স্বাস্থ্যকর্মী। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবন থেকে এসওপি এলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পর্যবেক্ষণ, টেকনিক্যাল-সহ বিভিন্ন টিম তৈরি করা হয়েছে। ভেন্টিলেটার, আইসোলেশন-সহ ৮ বেডের ওয়ার্ড রেডি করা আছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

মেদিনীপুরে শুরু খাদি মেলা বাণিজ্য-লক্ষ্য সাড়ে ৩ কোটি

মেলা উদ্বোধনে শিউলি সাহা, সুজয় হাজরা।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরের বার্জ টাউন দুর্গাপুজোর মাঠে শুরু হল খাদিমেলা। উদ্যোক্তা জেলা প্রশাসন ও পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ। মন্ত্রী শিউলি সাহা, বিধায়ক সুজয় হাজরার উপস্থিতিতে মেলার উদ্বোধন হয়। যদিও তার আগে এদিন স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজি এবং জেলার প্রয়াত শহিদ মনীষীদের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট অতিথিরা। পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ প্রায় কুড়িটি জেলার শতাধিক ব্যবসায়ী এখানে স্টল দিয়েছেন। সম্পূর্ণ খাদির জিনিসপত্র যেমন বিক্রি হচ্ছে, সঙ্গে থাকছে হাতের তৈরি বিভিন্ন ধরনের গহনা, জামাকাপড়, কাঠ ও বেতের চেয়ার-টেবিল, সঙ্গে নানান ধরনের ঘর সাজানোর জিনিস। এবার মেলা তৃতীয় বর্ষে। খরচ ধরা হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। গতবারে ১২ দিনে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়েছিল। তাই এবারে সাড়ে তিন কোটি কোটির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। ছিলেন মন্ত্রী শিউলি সাহা, জেলা পরিষদ সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, বিধায়ক সুজয় হাজরা, মমতা ভুঁইয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌরভ পান্ডে, নির্মল ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী, গোলক মাঝি প্রমুখ। মেলাপ্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন শিউলি। স্টল থেকে কিনলেন কুর্তি এবং খাদির জিনিসপত্রও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়িকা মমতা ভুঁইয়া। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ আধিকারিক প্রদীপ চৌধুরি বলেন, মেলায় প্রায় কুড়িটি জেলার ১০৫টি স্টল হয়েছে। গতবারে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছিলাম, সেটা বাড়িয়ে সাড়ে তিন কোটির লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 January, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

পিংলা বাজারের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের জানালা ভেঙে ডাকাতির চেষ্টা হয় মঙ্গলবার ভোররাতে। সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ও ডেবরার এসডিপিও আসেন। পুলিশের দাবি, ডাকাতির চেষ্টা সফল হয়নি। শুধু একটি হার্ড ডিস্ক নিয়ে গেছে ডাকাতরা

খনিতে ধস নেমে মৃত ৩, আশঙ্কা আটকে একাধিক

সংবাদদাতা, আসানসোল : খোলামুখ খনিতে হঠাৎ ধস নেমে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল তিনজনের। আরও কয়েকজনের আটকে থাকার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। মমান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কুলটি থানার বড়িরা এলাকায় বিসিসিএলের খোলামুখ খনিতে। খবর পেয়েই বিসিসিএল কর্তৃপক্ষ এবং কুলটি থানার পুলিশ পৌছায়। বিসিসিএলের তরফে জেসিবি দিয়ে উদ্ধারকাজ চলছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই খনিতেই কয়েকজন যুবক নেমেছিলেন। এদিন সকালে ঘটে ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনা। খোলামুখ খনির ভিতর ধস নামে। মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তিনজনের। তিনজনের দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। খনিতে আরও কয়েকজন আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ, বড়িরায় খোলামুখ বা ওপেন কাস্ট কয়লাখনিতে অবৈধভাবে কয়লা তোলা চলার সময়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। হুড়মুড় করে উপর থেকে মাটি ধসে কমপক্ষে ৬ জন মাটি চাপা পড়ে যায় বলে অনুমান। পরে তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছে। কয়েকজন জখমকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। খনি এলাকায় বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও সিআইএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে।

বাইকের ধাক্কায় স্থানীয়ের মৃত্যু, পথ অবরোধ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : কেঞ্জাকুড়ার রাস্তায় সানাবাঁধ গ্রামে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় সোমবার রাতে নিজের দোকান থেকে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে মোপেডে চেপে বাড়ি ফেরার পথে মারা যান স্থানীয় বাসিন্দা সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুতর জখম হন তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে আছড়ে পড়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভ। স্থানীয় বাসিন্দারা গাঁইতি, কোদাল নিয়ে রাস্তায় নেমে রাস্তা কেটে বাম্পার তৈরি শুরু করেন। শুরু হয় পথ অবরোধ। খবর পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের ঘিরে স্থানীয়দের বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে। এলাকায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও স্থানীয় একটি মদের দোকান উচ্ছেদের দাবি তোলে স্বিক্ষোভকারীরা। ট্রাফিক পুলিশের তরফে রাস্তায় বেরিয়ার বসানো হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

রাজ্যের উদ্যোগে গ্রামে পৌঁছল বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিষেবা

বাঘমুণ্ডিতে সৌরচালিত পাম্পের সূচনা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সুফল পৌঁছে গেল পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের টিকরটাঁড় গ্রামে। গ্রামবাসীদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিপূরণ করল বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতি। মঙ্গলবার টিকরটাঁড় গ্রামে সৌরচালিত পানীয় জলের পাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে প্রায় ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার বেশি ব্যয় করে টিকরটাঁড় গ্রামের এই সৌরচালিত পানীয় জলের পাম্প স্থাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঘমুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাগ্য মাছুয়ার, একড়া-টিকরটাঁড় বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা হেমবতি কুমার-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনেরা। সৌরশক্তির এই পাম্প চালু হওয়ায় গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় গ্রামবাসীরাও রাজ্য ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, এই উদ্যোগ গ্রামীণ উন্নয়নে রাজ্য সরকারের মানবিক কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

জল পরিষেবার সূচনা করছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ অন্যরা।

পুর এলাকায় উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে প্রচারে জেলা সভাধিপতি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলার মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে, সেই অভিজ্ঞতার কথাই উঠে আসছে মানুষের কথায় আর বিশ্বাসে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর জনহিতকর প্রকল্পগুলি ওয়ার্ডের প্রতিটি বুথের মানুষের সামনে তুলে ধরতে মঙ্গলবার সকালে কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে ঝাড়গ্রাম পুরসভার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রচারপর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী 'উন্নয়নের পাঁচালি' ও 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচিতে অংশ নেন। অন্যদের মধ্যে ছিলেন শহর তৃণমূল সভাপতি নবু গোয়ালা, পুরমাতা শিউলি সিংহ, যুব তৃণমূল সভাপতি শুভ দে-সহ অন্য কাউন্সিলররা। কর্মসূচির মাঝে কর্মীরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন এবং পরে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলির বিএলএ-২, বুথ সভাপতি ও দলের প্রাক্তন পুরপ্রার্থী ও বরিষ্ঠ নাগরিকদের মধ্যে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র ও ডায়েরি বিতরণ করা হয়।

পুর নাগরিকদের সঙ্গে জনসংযোগে চিন্ময়ী মারান্ডী।

শীতবস্ত্র বিলি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিন উপলক্ষে এলাকার দুঃস্থ মানুষকে শীতের উপহার দিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু। নয়াগ্রাম ব্লকের বড়খাঁকড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের থুরিয়া গ্রামে এক অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ দরিদ্র, অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া এবং মিষ্টিমুখ করানো হয়। ছিলেন নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাসবিহারী মাহাত ও অশোক পাত্র, শিক্ষক তথা আদিবাসী নেতা বিমল মুর্মু প্রমুখ।

পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতলা এলাকায় একই ব্যক্তিকে একাধিকবার শুনানির নোটিশ পাঠানোয় পাঁশকুড়া-রাধামণি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দা।

কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকার ১৩ নং বুথের ১২৬০ জনের মধ্যে ৩৭০ জনকে সার-শুনানিতে ডাকায় নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের নোটিশ পাঠাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ।

সমুদ্রপাড়ে গঙ্গোৎসবের আমেজে মজে উঠল দিঘা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

উৎসবের উষ্ণতায় টগবগিয়ে ফুটছে সৈকতসুন্দরী দিঘা। সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আবাহনে মুখরিত সৈকত শহর। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দিঘায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে গঙ্গোৎসব। এখন দিঘায় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই উৎসব। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে এই উৎসবে শামিল হতে পর্যটকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেনারসের ধাঁচে বিশেষ গঙ্গারতির মাধ্যমে সূচনা হয় গঙ্গোৎসবের। যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। দিঘা মোহনা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই গঙ্গোৎসবের আয়োজন করা হয় প্রত্যেক বছর। এবার এই উৎসবের ৫৩তম বর্ষ। শুরুর ক'দিন আগে থেকেই সেজে উঠেছে মণ্ডপ থেকে আশপাশের মেলা প্রাঙ্গণ। দোকানিদের মতে, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিকিকিনি ভালই হবে। এবছর কনাঁটিকের মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে ১০০ ফুট উচ্চতার গঙ্গোৎসব মণ্ডপ। মকরস্নান সেরে গঙ্গাপুজো দেওয়ার রীতি বাঙালির দীর্ঘদিনের। সেইমতো মকর সংক্রান্তির সময় সব সময় দিঘায় বাড়তি ভিড় হয়। তবে ভিড়ের মাঝে যাতে কোনওভাবে অঘটন না ঘটে সে জন্য বাড়তি পুলিশি নিরাপত্তা ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা হয়েছে। এবছর গঙ্গোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ সি ফুড ফেস্টিভ্যাল। আগামী বৃহস্পতিবার সেই সি ফুড ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করবেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ও মৎস্য দফতরের সচিব রোশনী সেন। নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছের উপকরণ থাকবে সেখানে। মেলা থেকেই কিনে খেতে পারবেন পর্যটকরা। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও সেবামূলক কাজকর্ম করা হবে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। মূলত উপকূলের যে সমস্ত মৎস্যজীবী পরিবারের সন্তানরা মেধাবী তাদের মেধাবৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়াও দুর্ঘটনায় মৃত মৎস্যজীবীদের পরিবারকে অর্থ সাহায্য করা হবে। রাতে বাড়তি আকর্ষণের জন্য থাকছে আলোকসজ্জার পাশাপাশি নানা ধরনের অনুষ্ঠান। জেলার লোকশিল্পীরা শোনাবেন লোকগান। পাশাপাশি থাকবে গ্রামবাংলার প্রাচীন যাত্রাপালাও। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে গঙ্গোৎসব। দিঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস জানিয়েছেন, দিঘায় প্রত্যেক বছর এই গঙ্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এ বছরেও তা বহাল আছে।

১০
১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

আমার বাংলা

14 January, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বাঘমুণ্ডিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ রাস্তার শিলান্যাস

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় বাঘমুণ্ডি বিধানসভায় পরিকাঠামো উন্নয়নের আরও এক ধাপ এগোল প্রশাসন। মঙ্গলবার বাঘমুণ্ডির ঝালদা ১ নম্বর ব্লকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো।

ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের নোয়াডি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বান্দুয়া পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৭৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি, একই ব্লকের পুস্তি অঞ্চলের পুস্তিগ্রাম থেকে ত্রিবেণী শ্মশানঘাট পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটারেরও বেশি আরেকটি রাস্তা নির্মাণে বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৭৭ টাকা। এদিন দুটি প্রকল্পেরই আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষজন এই রাস্তা দুটির দাবিতে সরব ছিলেন। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি বিধানসভাবাসী। তাঁদের মতে, এই রাস্তা দুটি চালু হলে যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ হবে, পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এলাকাবাসী রাজ্য সরকারের এই উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার ও বিধায়ক সুশান্ত মাহাতোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, আগামী দিনেও বাঘমুণ্ডি বিধানসভায় উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

রাস্তার কাজের সূচনায় বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো ও অন্যরা।

নিপা মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের

প্রতিবেদন : রাজ্যে ফের নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত দুই নার্সের শরীরে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে। দু'জনের অবস্থাই সংকটজনক। বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চলছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় নিপা ভাইরাস ধরা পড়ার পর নিশ্চিতকরণের জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে পুণের ল্যাবে।

ঘটনার পরই সক্রিয় রাজ্য প্রশাসন। স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। কীভাবে দুই নার্স সংক্রমিত হলেন, গত কয়েক দিনে কার কার সংস্পর্শে এসেছিলেন—তা দেখতে শুরু হয়েছে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। সকলকে কোয়ারান্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেখানে ১০টি এমার্জেন্সি শয্যা এবং সাধারণ ওয়ার্ডে ৬৮টি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। ভেন্টিলেশনও তৈরি রাখা হয়েছে। আক্রান্ত দুই নার্স কিছুদিন আগে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে কার কার সংস্পর্শে তাঁরা এসেছিলেন, তার তালিকা তৈরি করে ৪৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম। গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে স্বাস্থ্য ভবন একটি বিশেষ দল গঠন করেছে। নিপা মোকাবিলায় স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির কাজও চলছে। গোটা বিষয়টি নজরে রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের তরফে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। চালু হয়েছে হেল্পলাইন নম্বরও। চিকিৎসকদের মতে, নিপা ভাইরাসের প্রধান উৎস ফলখেকো বাদুড়। বাদুড়ের আধখাওয়া ফল বা দূষিত খাবার থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস থেকেও সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে উপসর্গ সাধারণ জ্বর, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, পেটের সমস্যা ও দুর্বলতা। তবে নিপায় মৃত্যুহার ৪০ থেকে ৭৫ শতাংশ। তাই দ্রুত চিকিৎসা ও সর্বোচ্চ সতর্কতাই একমাত্র রক্ষা কবচ।

নিপা ভাইরাস প্রতিরোধে পরামর্শ চিকিৎসকদের

নিপার উপসর্গ—
■ জ্বর ■ মাথাব্যথা ■ শরীরে সাধারণ ব্যথা ■ অস্বাভাবিক ক্লান্তি ■ মাথা ঘোরা ■ শ্বাসকষ্ট ■ এনসেফালাইটিস

প্রতিরোধ—
■ কাঁচা খেজুরের রস এড়িয়ে চলুন ■ ফল ধুয়ে খান ■ হাত পরিষ্কার রাখুন ■ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে দূরত্ব ■ রোগীর সেবায় থাকলে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ■ উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

ভ্যাকসিন—
■ নিপার কোনও নির্দিষ্ট অনুমোদিত ভ্যাকসিন নেই

মকর সংক্রান্তিতেই সূচনা হল ঐতিহ্যবাহী জয়দেবের মেলার

উদ্বোধন মঞ্চে অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ, ধবল জৈন, শ্রী আমনদীপ প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বীরভূম : ঐতিহ্যবাহী কবি জয়দেবের পুণ্যভূমিতে আজ থেকে শুরু হল জয়দেব মেলা। মকরস্নানের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় গানবাজনা, মেলা, উৎসব। কেন্দুলি গীতগোবিন্দ রচয়িতা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের জন্মস্থান। লক্ষ্মণসেনেই এখানে রাধামাধব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বীরভূম-বর্ধমান জেলার সীমান্ত বরাবর বয়ে চলা অজয় নদের ধারে কেন্দুলি গ্রাম। এগুলো থাকলেও কেন্দুলির সব চেয়ে বড় পরিচয় পৌষ সংক্রান্তির মেলা। প্রাচীনত্ব ও জনপ্রিয়তায় এ মেলা আজ দেশের অন্যতম প্রধান মেলা। সমাগম হয় লক্ষাধিক মানুষের। অজয়ে মকরস্নান উপলক্ষেই এই মেলার সূচনা হয়েছে সুদূর অতীতে। পরে তার সঙ্গে জয়দেবীয় ঐতিহ্যধারা যুক্ত হয়ে হয়েছে জয়দেবের মেলা। অজয় নদে সংক্রান্তির দিনে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন। এই সময় নদীতে জল কম থাকে বলে প্রশাসন বালি তুলে জল জমানোর ব্যবস্থা করে। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা ঘাট বানানো হয়। জয়দেব মেলা মানেই বাউল গানের আসর এবং কীর্তন। মেলায় প্রায় ৩০০টি আখড়া থাকে। পাশের রামপুর ফুটবলমাঠেও চলে মেলা। দেশ-বিদেশ থেকে বাউল ও ফকিররা আসেন গান শোনাতে। মেলায় বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্প, হস্তশিল্প ও মাটির তৈরি জিনিসের সম্ভার থাকে। এই ঐতিহ্যবাহী মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূম জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল শেখ, জেলাশাসক ধবল জৈন। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, মেলায় আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে সবরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাদা পোশাকের পুলিশ ও ৩০০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

বর্ধমানে শুরু নীলপুর ৪র্থ যুব উৎসব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের ছোটনীলপুর ঘোষের মাঠে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল চতুর্থ বর্ষ নীলপুর যুব উৎসব এবং খাদ্যমেলা। বৃহস্পতিবার মেলা কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলর রাসবিহারী হালদার জানিয়েছেন, ১৩ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে চতুর্থ বর্ষের এই উৎসব। এদিন উৎসবের উদ্বোধন করেন অভিনেতা দেব এবং অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। অন্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা, বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিক, পুর চেয়ারম্যান পরেশ সরকার, বিডিএর চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, আইনুল হক প্রমুখ। এই উৎসব উপলক্ষে গত নভেম্বর থেকে লাগাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবে থাকবেন অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতশিল্পী গায়ক সলমন আলি, জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, পলক মুচ্ছল ও পলাশ মুচ্ছল, মহম্মদ ইরফান প্রমুখ।

শুনানি, চাপে পড়ে বাসের ব্যবস্থা

রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : একে শুনানি কেন্দ্র ৩০ কিলোমিটার দূরে, তায় বর্ধমান ১ নং ব্লকের নাড়াগোয়ালিয়া গ্রামের কয়েকশো ভোটারকে একসঙ্গে এসআইআর শুনানিতে বিডিও অফিসে ডাকা হয়েছে। এতদূর কীভাবে গ্রামবাসীরা যাবেন? এরই প্রতিবাদে বর্ধমান-নবদ্বীপ রোড অবরোধ করলেন বর্ধমান ১ নং ব্লকের বন্ডুল ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের নাড়াগোয়ালিয়ার গ্রামবাসীরা। দাবি, পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে শুনানি কেন্দ্র করতে হবে অথবা তাঁদের বিডিও অফিস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করতে হবে। আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, গ্রামবাসীদের এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া-আসার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৫ হাজার কোটির সম্পত্তি ফিরে পেলেন নবাব পুত্র সইফ। দীর্ঘ আড়াই দশকের আইনি লড়াই শেষে ভোপালের জেলা আদালত সইফ আলি খান ও তাঁর পরিবারের পক্ষে রায় দিয়েছে

দিল্লি দরবার

14 January 2026 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

এই হল বিজেপির বিহার

নর্তকীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করল ৬ জন মিলে

পাটনা : বিজেপি-নীতীশের বিহারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও তলানিতে এসে ঠেকেছে। বাস্তবিক অর্থেই ক্ষমতায় ফেরার পরে বিহারের পরিস্থিতি যেন পুরোপুরি পুরোপুরি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের। ধর্ষণ, খুন—একের পর এক ন্যক্কারজনক ঘটনায় আতঙ্কিত রাজ্যের আমজনতা। এবার রাতের অন্ধকারে এক নর্তকীকে গুদামে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করল মত্ত ৬ দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ণিয়া জেলায় শনিবার রাতে। মত্ত এক ধর্ষণকারীর ফোন থেকেই কোনওরকমে পুলিশকে খবর দেন নির্যাতিতা। ডায়াল করেন ১১২ নম্বরে। পুলিশ এসে গুদামের ভেতর থেকে উদ্ধার করে নির্যাতিতা নর্তকীকে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রাত ৯টা নাগাদ ওই নর্তকীকে অপহরণ করে ২ জন। গাড়িতে তুলে নিয়ে ২৫ কিমি দূরে একটি গুদামে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে অপেক্ষা করছিল আরও ৪ জন। নর্তকীকে জোর করে মদ্যপান করিয়ে তাঁকে নাচতে বাধ্য করে দুষ্কৃতীরা। তারপরে ৬ জন মিলে ধর্ষণ করে তাঁকে। এখানেই শেষ নয়, ব্যাপক মারধরও করা হয় ধর্ষিতাকে। তাঁকে গুদামে আটকে রেখে চম্পট দেয় ৫ অভিযুক্ত। কিন্তু এক অভিযুক্ত এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে গুদামেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। পুলিশ এসে গুদাম থেকে নর্তকীকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে ওই অভিযুক্তকে।

বাজেটে ৬০ শতাংশ বরাদ্দ কমানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

তৃণমূলের চাপে নত মোদি সরকার
জল জীবনের বকেয়া অর্থ মেটাবে দিল্লি

নয়াদিল্লি : অবশেষে তৃণমূলের প্রবল চাপের মুখে পড়ে জল জীবন মিশনে বাংলার আটকে থাকা টাকা দিতে চলেছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের আশ্বাস, খুব শীঘ্রই এ-ব্যাপারে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সামনে কেন্দ্রীয় বাজেটে জল জীবন মিশন খাতে বরাদ্দের অঙ্ক অনেকটাই কমিয়ে দিতে চলেছে কেন্দ্র। কারণ অজানা। সংসদ থেকে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিলের কাছে গত কয়েক বছর ধরে জল জীবন মিশনে বাংলার বরাদ্দ কয়েকশো কোটি টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রবল চাপের মুখে পড়েই জল জীবনের আটকে থাকা বাংলার বকেয়া টাকা খুব শীঘ্রই দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে জল জীবন মিশনের বরাদ্দ বকেয়া ছাড়পত্র দেবে মোদি সরকার এমনই উচ্চপর্যায়ের সরকারি সূত্রের দাবি। যদিও একদিকে জল জীবন মিশনের বকেয়া রাশি দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেও অন্যদিকে এই প্রকল্পে আসন্ন কেন্দ্রীয়

বাজেটে অর্থ কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সূত্রের দাবি, এই বছরের বাজেটে জল জীবন মিশনের জন্য ৬৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রায় ৬০ শতাংশ কমিয়ে ১৭ হাজার কোটি টাকা করতে চলেছে মোদি সরকার। মনরেগার নাম বদলের পর ফের আর একটি জনমুখী প্রকল্পের বাজেট ৬০% শতাংশ অর্থ কমিয়ে দেওয়ার নিয়ে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এক্ষেত্রে মনরেগা পর জল জীবন মিশন প্রকল্প বন্ধ করে দেবে কেন্দ্র এমনই সব জোরালো প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

কারণ ১০ বছর আগে জল জীবন মিশনের আওতায় প্রত্যেক ঘরে প্রতিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে মোদি সরকারের এই প্রকল্প চালু করেছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই প্রকল্প নিয়ে মোদি সরকারের উদাসীন মানসিকতার ছবি সামনে উঠে এসেছে। বাংলা বাদে অন্যান্য বিরোধী শাসিত রাজ্যেও এই প্রকল্প বাবদ পাওনা টাকা বাকি আছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে বাংলার টাকা বিজেপি আটকে রেখেও আখেরে কোন লাভ হয়নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশে যোগীরাজ্যে জল জীবনে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় বুমেরাং হয়েছে বিজেপির। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান, বিহার, ওড়িশা, ত্রিপুরা ও উত্তরাখণ্ড দুর্নীতি সবক'টি বিজেপি শাসিত রাজ্যে। টাকা নয়ছয়ের কারণে অনেক রাজ্য প্রকল্পের কাজ মাঝপথেই আটকে গেছে।

আজ থেকে শুরু ২৮তম কমনওয়েলথ স্পিকার সম্মেলন

নয়াদিল্লি : আজ থেকে নয়াদিল্লিতে শুরু ২৮তম কমনওয়েলথ স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলন। চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে সামনে রেখে সোমবার সংসদ ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জানান, ১৫ জানুয়ারি সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ বলেন, বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য দেশের সংখ্যা মোট ৫৬। এর মধ্যে ৪২টি দেশ সম্মেলনে অংশ

নেবে। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সংসদ না থাকায় স্পিকারও নেই। পাকিস্তান আসবে না বলে জানিয়েছে। অন্য ১২টি দেশ তাদের সংসদ অধিবেশন চলতে থাকায় অথবা নির্বাচনের কারণে আস্তে পারবে না বলে জানিয়েছে। এবারের সম্মেলনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর ৬১ জন স্পিকার এবং প্রিসাইডিং অফিসার অংশ নেবেন।

ভূয়সী প্রশংসা যোগীর মন্ত্রীর

দক্ষ ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বালিয়া : তদন্তের নামে বিজেপির স্বেচ্ছাচার এবং আইপ্যাকে ইডির হানার প্রেক্ষিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার ভুয়সী প্রশংসা করলেন উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকারের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রাজভড়। বালিয়ায় এক অনুষ্ঠানে রাজভড় প্রকাশ্যেই ইডির হানাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘাত প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কার্যত সমর্থন জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। যোগীরাজ্যে বিজেপির সহযোগী ভারতীয় সমাজ পার্টির সভাপতি ওম প্রকাশের মন্তব্য, বাংলায় দক্ষ ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন মহিলা হয়েও তিনি সমাজে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা তাঁকে একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই দেখি। তাঁর কাজকে অস্বীকার করা যায় না। এনডিএ শরিক দলের নেতা হিসাবে রাজভড়ের এই মন্তব্য গভীর অস্বস্তিতে ফেলেছে বিজপিকে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির তীব্র টানাপোড়েনের মাঝে যোগীরই এক মন্ত্রীর মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

চিনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে মাখামাখি, বিজেপির তীব্র নিন্দায় সরব তৃণমূল

নয়াদিল্লি : আরও একবার সামনে এসে গেল মোদি সরকার, বিজেপি ও সংঘ পরিবারের নির্লজ্জ দ্বিচারিতা। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হল তৃণমূল কংগ্রেস। যে চিন বারবার আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে, যাদের সেনা পূর্ব লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশের সীমানায় এখনও ঘাঁটি গেঁড়ে বসে আছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যারা অপারেশন সিঁদুরের সময়ে প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে অস্ত্র ও সামরিক কৌশল সরবরাহ করেছে, সেই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দিল্লিতে মাখামাখি করতে দেখা গিয়েছে বিজেপি এবং আরএসএস-এর শীর্ষ নেতৃত্বকে। গোটা ঘটনা আবারও মোদি সরকার, বিজেপি এবং আরএসএস-র দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়ে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ ট্যুইটে বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা করেছে চিন। আজই চিন শাক্সগাম উপত্যকা তাদের বলে দাবি করেছে। এতকিছুর পরেও চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে স্বাগত জানানো হল?

গুলি করে পাকিস্তানি ড্রোন নামাল সেনা

শ্রীনগর : জম্মু-কাশ্মীরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দেখা গেল বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি ড্রোন। মঙ্গলবার কালক্ষেপ না করে সেগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল ভারতীয় সেনাবাহিনী। গত ৪৮ ঘণ্টায় এরকম বেশ কয়েকটি রহস্যজনক ড্রোন দেখা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। তল্লাশি চলছে।

দিল্লিতে গ্রেফতার ৮৫০ দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি : বিজেপির শাসনে রাজধানী দিল্লিতে অপরাধীদের দাপট বেড়েই চলেছে। অপরাধের প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে লাগোয়া বিভিন্ন এলাকা এবং ৪টি রাজ্যেও। প্রায় ৪ হাজার গোপন ডেরা থেকে অপারেশন চালাচ্ছিল সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা। অবশেষে ভাঙল ঘুম। সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রেক্ষিতে ৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস 'অপারেশন গ্যাং বার্স্ট' চালাল দিল্লি পুলিশ। দুষ্কৃতীদের গোপন ডেরাগুলোতে হানা দিয়ে আড়াইশোর বেশি গ্যাংস্টার বিভিন্ন মাপের অপরাধী-সহ মোট সাড়ে আটশো অপরাধীকে জেলে পুরেছে তারা।

চিনা মাঞ্জার দায় নিতে হবে অভিভাবকদেরই

বলল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট

ভোপাল : নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জা দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর কারণ হলে তার দায় বর্তাবে অপ্রাপ্তবয়স্কের বাবা-মায়ের উপরেই। নাবালক-নাবালিকা সন্তান চিনা মাঞ্জা ব্যবহার করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের বাবা-মায়ের বিরুদ্ধেই। স্পষ্ট নির্দেশ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ইন্দোর বেঞ্চের। এই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে। সোমবার

বিচারপতি বিজয়কুমার শুক্লা এবং বিচারপতি অলক অবস্থির ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যদি কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ককে বিপজ্জনক চিনা মাঞ্জার সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যায় তবে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে অভিভাবকদের। শুধু তাই নয়, চিনা মাঞ্জা কেনাবেচার ক্ষেত্রেও একইরকম বিধিনিষেধ। হতে পারে কঠোর শাস্তি।

মা-স্ত্রীকে হত্যা খুনি নরখাদক?

লখনউ : যোগীরাজ্যে কি এবার ক্যানিবলিজম? নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারেনি পুলিশ। কিন্তু কুশিনগরের পার্সার গ্রামবাসীরা বলছেন, নিজের স্ত্রী ও মাকে খুন করে নাকি তাঁদের মাংস খাওয়ার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে সিকন্দর গুপ্ত নামে এক ব্যক্তিকে। পেশায় শ্রমিক সিকন্দর মদ, গাঁজায় আসক্ত। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইউনুস সরকারের আমলেও ভারত এবং বাংলাদেশের সামরিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মঙ্গলবার জানালেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তাঁর ইঙ্গিত, ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ বেশিদিন নয়। তাই তাদের পদক্ষেপ নিয়ে বেশি চিন্তা করা হচ্ছে না।

ইরান-যোগে ২৫% মার্কিন শুল্কের খাঁড়া
সংকটে ভারতের চাল ও চা রফতানি

নয়াদিল্লি : ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে জড়ালেই মাশুল চোকাতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই কড়া সিদ্ধান্তের ফলে ভারত থেকে চাল এবং চায়ের মতো কম মার্জিনযুক্ত পণ্য রফতানিকারীরা এবার চরম সংকটে পড়তে চলেছেন। মঙ্গলবার ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ইরানের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা যেকোনও দেশের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবে। ইরানে চলমান তীব্র সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে সরকারি বলপ্রয়োগের প্রেক্ষিতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ওয়াশিংটন। ভারত ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের বোঝা বইছে, যার ফলে শ্রমনিবিড় রফতানি খাত এবং বিনিয়োগ আগে থেকেই চাপের মুখে ছিল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ফের বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপবে ভারতের ওপর।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর 'ট্রুথ সোশ্যাল' হ্যান্ডেলে স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই আদেশ চূড়ান্ত এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৯ সালের আগে ভারত ও ইরানের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার, যা মূলত ইরান থেকে অশোধিত তেল আমদানির ওপর নির্ভর করত। কিন্তু মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জেরে ২০২৫ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১,৬৮২.৯৮ কোটি ডলারে। ২০১১ সালে ইরানকে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের মাধ্যম 'সুইফট' থেকে বের করে দেওয়ার পর দুই দেশ ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন চালিয়ে আসছিল। তবে ২০১৯ সালে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর বাণিজ্য আরও সংকুচিত হয়। ভারতীয় চা রফতানিকারীরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন, কারণ ইরান তাদের অর্থোডক্স চায়ের অন্যতম বড় বাজার। পাকিস্তান ও রাশিয়ার মতো বড় বাজারগুলিতে থাকা বিদ্যমান সমস্যার পাশাপাশি নতুন এই মার্কিন শুল্ক রফতানি বাণিজ্যের কোমর ভেঙে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইরানে বর্তমান অস্থিরতার মূলে রয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভ। মুদ্রাস্ফীতি এবং রিয়ালের ব্যাপক দরপতনের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশছোঁয়া হওয়ায় এই প্রতিবাদের সূত্রপাত। হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি-এর তথ্য অনুসারে, গত ১৫ দিনের বিক্ষোভে আটটি শিশুসহ অন্তত ৫৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের ওপর ইরান সরকারের হিংসাত্মক দমনের প্রতিবাদে ট্রাম্প আগেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এই নতুন ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত সেই বার্তাকেই কার্যকর করল। এর ফলে ভারতের মতো দেশগুলো এখন এক কঠিন কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল, যেখানে একদিকে ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং অন্যদিকে মার্কিন বাজারের বিশাল শুল্ক এড়ানোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।

অগ্নিগর্ভ ইরানে বন্ধ ইন্টারনেট, নিহতের সংখ্যা দু'হাজার পার?

তেহরান : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ২০০০ ছাড়িয়েছে। প্রতিবাদী স্বর দমন করতে ইরানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ। ফলে বহির্বিশ্বে মৃতের সংখ্যা নিয়ে প্রকৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইরানের সরকারি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত ইরানে নিহতের সংখ্যা ২০০০ পেরিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকজন নাবালকও আছে। ইরানে খামেনেই বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র হতেই কড়া দমনপীড়ন শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ইতিমধ্যেই ২৬ বছরের এক বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদন্ডের রায় শোনানো হয়েছে। সোমবার নরওয়ের সংস্থা ইরান হিউম্যান রাইটস জানিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত ন'জন নাবালক-সহ মোট ৬৪৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা গিয়েছে। তবে মঙ্গলবার ইরানের সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২০০০ জনের। বেসরকারি সূত্রে দাবি, প্রকৃত সংখ্যা ৬০০০-এর বেশি। এখনও পর্যন্ত ১০,০০০ বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে।

বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার ভোট

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপি নয়, বাংলার অধিকার বনাম বিজেপির লড়াই। কোনও বুথে যেন বিজেপি জিততে না পারে, এটা সুনিশ্চিত করতে হবে।

অভিষেকের হুঁশিয়ারি, কথা দিচ্ছি দিল্লিতে তৃণমূল যাবে। মাঠে যা লোক হয়েছে দিল্লির নেতারা ছবি দেখবেন। রাতের ঘুম চলে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ লোক দিল্লিতে যাবে? বঙ্গবাসীর সঙ্গে লড়বেন? আপনাদের থেকে হিন্দু ধর্ম শিখতে হবে? কোচবিহারের ঐতিহ্য শিখতে হবে? যারা এখানকার লোকদের বাংলাদেশি বলেছে। সুকান্ত-দিলীপ-নিশীথ-শুভেন্দু কী ভাষায় কথা বলেন? অসম সরকারের কী এক্তিয়ার আছে এখানে রাজবংশীদের এনআরসি নোটিশ দিচ্ছে! অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, পাঙ্গা নেবেন না।

ইডিকে পাঠিয়ে জব্দ করতে চেয়েছিল, নিজেরাই জব্দ হয়েছে। যাদের হিয়ারিংয়ের লাইনে দাঁড়াতে হল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে শপথ নেবেন। একটা ভোট যেন বিজেপি না পায়। যাতে কোনও বুথে বিজেপি না জেতে। আমি আবার একমাস পর আসব। যে বুথে বলবেন, অঞ্চলে বলবেন, যাব। ৯-০ করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের-আমার মাঝে দেওয়াল থাকলে আমি নিজে ভেঙে দেব। ট্রাফিক সিগন্যালের তিন রং। লাল মানে থামো। গেরুয়া মানে ধীরে চলো। সবুজ মানে এগিয়ে চলো। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত?

নিশীথ প্রামাণিক প্রাক্তন। কী অহঙ্কার! মাঝে মাঝে দিল্লি থেকে আসত, থেকে চলে যেত। আপনার রিপোর্ট কার্ড কোথায়? বাকিদের নিশীথের মতো প্রাক্তন করতে হবে। অনন্ত মহারাজকে ধন্যবাদ। অনন্ত মহারাজ নিজেও বলছে। সত্যি কথা বলার জন্য স্যালুট জানাই।

পথকুকুরের কামড়ে মৃত্যু হলেই দায়ী থাকবে রাজ্য: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার পথকুকুর সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে অত্যন্ত কড়া মনোভাব পোষণ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, পথকুকুরের কামড়ে আহত হওয়া বা মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির ওপর এবার বড়মাপের জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ চাপানো হতে পারে। একইসাথে, যাঁরা নিয়মিত পথকুকুরদের খাবার খাওয়ান, সেইসব ডগ-ফিডারদেরও আইনি দায়বদ্ধতার আওতায় আনার কথা বলেছে আদালত। শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, কেন বেওয়ারিশ কুকুরদের এভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেওয়া হবে, যাতে তারা মানুষকে তাড়া করে বা কামড়ায়?

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, একটি কুকুরের কামড়ের প্রভাব সারাজীবন থেকে যায়, তাই রাজ্যগুলি যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে তাদের ওপর বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। শুনানি চলাকালীন আদালত একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করেছে, যখন কোনো সংস্থার আওতায় নিয়মিত খেতে দেওয়া কুকুরের কামড়ে ৯ বছরের একটি শিশুর মৃত্যু হয়, তখন সেই দায় কার? ওই সংস্থাকে কেন আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হবে না? এর আগের শুনানিতে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল যুক্তি দিয়েছিলেন, প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে তারা আক্রমণ করে না এবং তাদের নিজস্ব জায়গায় হস্তক্ষেপ করলেই তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। তবে বিচারপতি বিক্রম নাথ সেই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন, সকালে একটি কুকুর কোন মেজাজে আছে তা বোঝা অসম্ভব। শুধু কামড়ানোই নয়, রাস্তায় কুকুরদের অবাধ বিচরণ সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন.ভি. আনজারিয়ার তিন সদস্যের বেঞ্চ রাস্তা ও হাইওয়েতে পশুদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সিব্বল

অবশ্য সমাধান হিসেবে কুকুরদের নির্বীজকরণ করে ফের ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে স্কুল, হাসপাতাল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বাসস্ট্যান্ড এবং রেল স্টেশনের মতো জনবহুল জায়গা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে তাদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অরাজক বাংলাদেশে পরপর মৃত্যুতে বিতর্ক

ঢাকা : আওয়ামি লিগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক তথা জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী প্রলয় চাকীর মৃত্যু হয়েছে জেল হেফাজতে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। সেই বিতর্কের মধ্যেই এবার বিএনপি নেতার রহস্যমৃত্যু ঘিরে অশান্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৃত্ত। সোমবার বেশি রাতে সাড়ে ১০টা নাগাদ শামসুজ্জামান ডব্লিউ নামের ওই বিএনপি নেতাকে আটক করেছিল বাংলাদেশের সেনার একটি দল। আটক হওয়ার পরেই হাসপাতালে শামসুজ্জামানের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছেন বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। বাংলাদেশের খুলনার চুয়াডাঙার বাসিন্দা শামসুজ্জামান। তিনি জেলার জীবননগর পুর

■ মৃত বিএনপি নেতা

■ মৃত সমীরকুমার দাস

এলাকার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিএনপি নেতাকে তাঁর ওষুধের দোকান থেকে আটক করা হয়। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে এর পাশাপাশি ফের বাংলাদেশে পিটিয়ে খুন সংখ্যালঘু যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ফেনির দাগনভুইঞায়। মৃতের নাম সমীরকুমার দাস (২৮)। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশা চালক ছিলেন। সোমবার রাতে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন সমীর। ফেনি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে আচমকাই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে। শুরুতে দুষ্কৃতীরা অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে বাধা দেন তিনি। এরপরই তাঁকে পিটিয়ে খুন করে অটোরিকশা নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। পরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে থেকে উদ্ধার হয় সমীরের রক্তাক্ত মৃতদেহ। এই নিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু খুনের সংখ্যা গত একমাসে বেড়ে দাঁড়াল আটে।

বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার ৪ হাজার 'সার' ফর্ম-৭

(প্রথম পাতার পর)

এই ঘটনার পরেই খাতড়া থানায় হাজির হন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। মন্ত্রী বলেন, বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতেই এত বিপুল সংখ্যক ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিল বিজেপি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। কোনও ভোটারের তথ্য সংক্রান্ত আপত্তি জানানোর জন্য ৭ নম্বর ফর্ম জমা করতে হয় বিএলএ ২-দের। একজন বিএলএ ২ সর্বাধিক ১০টি আপত্তি ফর্ম জমা করতে পারেন। সেইমতো বিজেপি কর্মীরা খাতড়া মহকুমা শাসকের দফতরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। বিষয়টি নজরে পড়তেই গাড়িটিকে ধাওয়া করা শুরু করেন তালডাংরার তৃণমূল কর্মীরা। খাতড়া সিনেমা রোডের কাছে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতে নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগে থাকুন। একদিন-দু'দিন অন্তর বয়স্ক সদস্যের প্রেসার মনিটর করুন এবং পালস চেক করুন। হজমের ওষুধ দিতে ভুলবেন না খালি পেটে। কারণ শীতে পেট থেকেও বড়রকম সমস্যা হতে পারে

বয়স্কদের উষ্ণ রাখতে

হাড়কাঁপানো শীত আর উত্তুরে হাওয়া। দিনে দিনে বাড়ছে ঠান্ডা। এই সময় সবচেয়ে জেরবার বাড়ির বয়স্করা। জবুথবু, প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত, কোষ্ঠকাঠিন্য, অখিদে— সবমিলিয়ে বাঁচার ইচ্ছেটাই যেন অস্তমিত! কী করে ভাল রাখবেন তাঁদের? রইল তার গাইডলাইন। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

প্রবল শীত। তাপমাত্রার পারদ নিচে নামছে ক্রমাগত সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া। শহরের আশপাশ অঞ্চল, মফস্বলের দিকে ঠান্ডা বেশি পড়েই কিন্তু এবার খোদ জনবহুল শহর কলকাতা শীতজ্বরে কাবু। এতটাই ঠান্ডা যে সুয্যিমামাও মাঝে মাঝে বেরচ্ছেন না! প্রায়শই রোদহীন দিনের শুরু হচ্ছে। রাত থেকেই ঘন জমাট কুয়াশা।

আট থেকে আশি সবাই কাবু কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন বয়স্করা।

শীতে কেন বয়স্কদের বিপত্তি

শীতকালেই বয়স্কদের মৃত্যু হার বেশি। এর কারণ আমাদের প্রত্যেকের শরীরের নিজস্ব একটা তাপ তৈরির ক্ষমতা থাকে সেটা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রয়েছে কিন্তু বয়স্ক মানুষদের সেই অ্যাক্টিভিটি থাকে না ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরে সেই তাপ তৈরির ক্ষমতাও কমে যায়। সেই কারণে বয়স্ক শরীর ঠান্ডা নিতে পারেন না। এর মধ্যে যেসব বয়স্ক মানুষ রোগগ্রস্ত ডায়াবেটিস, হাইপ্রেসার, হার্টের রোগ, ক্যানসার, পারকিনসন, নিউমোনিয়া, কোমর এবং পিঠে ক্রনিক ব্যথা, ক্রনিক সিওপিডি, হাঁপানি, ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে,আথ্রাইটিস রয়েছে তাঁদের প্রাণের ঝুঁকি অনেক বেশি।

কী হয় ঠান্ডায়

প্রেসার হু হু করে বাড়ে কোনও কারণ ছাড়াই, পালস অনেকটাই বেশি থাকে, প্রায় জবুথবু অবস্থা হয়ে যায়, শরীরে কোনও বল থাকে না, সকালের ঘুম থেকে কিছুতেই যেন উঠতে সক্ষম হন না। হয়তো জেগে রয়েছেন কিন্তু তা-ও শুয়ে রয়েছেন। যাঁদের আথ্রাইটিস রয়েছে তাঁদের ব্যথা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। গাঁটে-গাঁটে ব্যথায় চলচ্ছক্তি রহিত অবস্থা হয়। হেঁটে রোদে যাওয়ার মতো অবস্থা তাঁদের থাকে না, বাড়ির অন্য সদস্যরা হয়তো কাজেকর্মে বেরিয়ে গেছেন ফলে তাঁদের রোদে নিয়ে যাওয়ার কেউ থাকে না অনেক সময়। এতে সারাদিনের অ্যাক্টিভিটি আরও কমে যায়। স্নানটাও হয়তো করতে পারছেন না কারণ শরীর নেবে না সেই ঠান্ডা কিছুতেই। বেশিরভাগ সময় শুয়ে কাটাচ্ছেন। এক্ষেত্রে বডি মুভমেন্ট হচ্ছে না শরীরে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

হঠাৎ আসতে পারে বিপদ

■ এই সময় ভোরের দিকে বয়স্কদের ব্লাড প্রেসার বেড়ে থাকে এর ফলে হঠাৎ করে স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যায়। শীতে শিরা সংকুচিত থাকে ফলে মস্তিষ্কে রক্ত কম পৌঁছয় এবং প্রেসার বাড়তে থাকে— মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

■ এইসময় হাইপোথার্মিয়া হতে পারে এই অবস্থায় শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়ে কম বা ৯৫-এর নিচে নেমে গেলে শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এমন জটিলতায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। খুব কাঁপুনি হচ্ছে দেখলে দ্রুত শরীর গরম করার ব্যবস্থা করুন।

■ অবধারিতভাবে বাওয়েল মুভমেন্টে একটা বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয় বয়স্কদের। কম অ্যাক্টিভিটির জন্যেই এটা হয়, এর ফলে খিদে তেমন থাকে না আর শরীরে খাবার না গেলেও সেই তাপ তৈরি হবে না। ফলে ঠান্ডায় দ্রুত কাবু হয়ে পড়বেন বয়স্করা।

■ বয়স্করা অনেকসময় ওষুধ খান না— ভুলে যান। শীতেও মাথা কাজ করে না, মনে রাখতে পারেন না যেটা ক্ষতিকর। এর ফলে প্রিকশন নিলেও কাজ হয় না। এই সময় জ্বরজারি এলে যেটা সবার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয় সেটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতেই পারে।

সংক্রমণ বাড়তে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

■ এইসময় যেসব বয়স্ক রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন তাঁরা সিভিয়র শ্বাসকষ্ট নিয়েই ভর্তি হন। যাঁরা আগে ধূমপায়ী ছিলেন তাঁদেরও পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যায়। তাই ভ্যাকসিন সবসময় নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা দুটোই নিয়ে নেওয়া দরকার যাঁদের বয়স পঞ্চাশের ওপর। এগুলো নিলে কিছুটা হলেও এক আধটা ভাইরাস থেকে মুক্তি মেলে।

কী কী করণীয়

■ শীতে আমি কাবু হয়ে যাব না। মাফলার, সোয়েটার, চাদর— সব যা আমার প্রয়োজনীয় ব্যবহার করব এই মানসিক স্থিতিটাকে বয়স্ক মানুষের নিজের মধ্যে আনতে হবে।

■ বাড়ি হোক বা ফ্ল্যাট, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এই সময় না ঢুকলেই ভিতরটা স্যাঁতসেঁতে সেই সঙ্গে রাতে হিমশীতল মেঝেতে পা দেওয়া দুষ্কর। জামা, কাপড় এমনকী বালিশ, তোশক, কম্বল, লেপ— সব ঠান্ডাজল। বাটি, ঘটি সব ঠান্ডা। সবচেয়ে কঠিন হল জল খাওয়া। হাড়কাঁপানো শীতে প্রাথমিক এবং প্রধান একটাই সুরক্ষা তা হল কীভাবে তাঁদের গরম রাখবেন। হাজার, দুহাজার ওয়াটের দামি রুম হিটার কিনতে হবে তার কোনও মানে নেই কিন্তু। ঘরের মাপ অনুযায়ী সন্ধের পর একটা দুশো কি তার বেশি পাওয়ারের বাল্ব লাগিয়ে দিন। তারপর, দেখুন ঘর কেমন নিমেষে গরম হয়ে যায়।

■ এই সময় খাবার জল একটু গরম করে দিন। প্রচণ্ড শীতে শিরা-উপশিরা সংকুচিত হয়ে থাকে এতে রক্ত চলাচল বাধা পায়, মস্তিষ্কে রক্তচলাচল স্বাভাবিক না হলেই বিপত্তি, হালকা গরম জল খেলে শিরা উপশিরার সংকোচন হবে না।

■ লেপ, কম্বল তোশক দিনে সূর্যের আলোয় এপিঠ ওপিঠ করে তাতিয়ে রাখুন। পাঢাকা পোশাক পরান। পা গরম থাকলে শরীর গরম হবে। ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে কাপড় পরাবেন না। সেগুলোও রোদে রাখুন।

■ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন করলা, টম্যাটো, ব্রকোলি, ক্যাপসিকাম, পালংশাক, বাঁধাকপি, কমলালেবু, পেয়ারা এবং ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার, যেমন— ডিম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তবে হাইপ্রেসার থাকলে দিনে একটাই ডিম চলতে পারে। মাঝেমধ্যে কুসুমটা বাদ দিতে পারেন। দুধ, দই, পনির দেওয়া যেতে পারে চিকিৎসকের পরামর্শে।রাতে হালকা সহজপাচ্য খাবার দিন। স্যুপ বা স্ট্যু দিন শরীর গরম থাকবে।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা মদ্যপানে আসক্ত নয়, দাবি স্টুয়ার্ট ব্রডের

আজ নজরে সালাহ-মানে

রাবাত : বুধবার আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের প্রথম সেমিফাইনালে মহম্মদ সালাহর মিশর মাঠে নামছে সেনেগালের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সেদিনই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজক মরক্কোর প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া। মিশর বনাম সেনেগাল ম্যাচ আবার দুই প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থের লড়াইয়ের মঞ্চ। একটা সময় সালাহর সঙ্গে জুটি বেঁধে লিভারপুলের জার্সিতে একসঙ্গে অজস্র ম্যাচ খেলেছেন সেনেগাল অধিনায়ক সাদিও মানে। বহু স্মরণীয় জয় ক্লাবকে উপহার দিয়েছে এই জুটি। এবার সবুজ ঘাসে দু'জনে মুখোমুখি। টুর্নামেন্টে চার ম্যাচে চার গোল করা সালাহ প্রথমবার দেশের জার্সিতে আফ্রিকা সেরা হওয়ার জন্য লড়ছেন। মানে অবশ্য ইতিমধ্যেই এই স্বাদ পেয়ে গিয়েছেন। ২০২২ সালে সেনেগালকে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন মানে। সেবার ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে সেনেগালের কাছে হেরেছিল মিশর। টাইব্রেকারে সেনেগালের জয়সূচক গোলটি করে বন্ধু সালাহর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিলেন মানে। এবার সালাহর বদলা নেওয়ার পালা।

লক্ষ্যর জয়

নয়াদিল্লি : ইন্ডিয়া ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনের শেষ ষোলোয় উঠলেন লক্ষ্য সেন। মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্য ২১-১২, ২১-১৫ সরাসরি গেমে হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার আয়ুষ শেঠিকে। ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সেভাবেই লড়াই করতে পারলেন না তরুণ আয়ুষ। এদিন মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। থাইল্যান্ডের অর্নিচা জংসাথাপর্ণপার্ন ও সুকিত্ত সুবাচাইকে ২১-১৫, ২১-১১ গেমে হারিয়ে শেষ ষোলো রাউন্ডে উঠেছেন।

পিএসজির হার

প্যারিস : ফ্রেঞ্চ কাপের শুরুতেই ছিটকে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। ঘরের মাঠ পার্ক দ্য প্রিন্সেসে প্যারিস এফসির কাছে ০-১ গোলে হেরে গিয়েছে পিএসজি। ৭৪ মিনিটে প্যারিস এফসির জয়সূচক গোলটি করেন জোনাথন ইকোনে। যাঁর বেড়ে ওঠা আবার পিএসজির অ্যাকাডেমিতে। এমনকী, পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ইকোনের যাত্রা শুরু পিএসজিতেই। গত বছরটা স্বপ্নের মতোই কেটেছে পিএসজির। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-সহ প্রায় সবকটি ট্রফিই ঘরে তুলেছিল লুইস এনরিকের দল।

ড্রেসিংরুমের বিদ্রোহে ছাঁটাই হলেন আলোন্সো

মাদ্রিদ, ১৩ জানুয়ারি : ৩৪ ম্যাচে ২৪ জয়। পরাজয় মাত্র ৬টি। সাফল্যের হার ৭০ শতাংশেরও বেশি। তবুও রিয়াল মাদ্রিদের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হলেন জাভি আলোন্সো! স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে পুরো একটি মরশুমও কাটাতে পারলেন না। আর এর প্রধান কারণ ড্রেসিংরুমের বিদ্রোহ!

তারকা ফুটবলারদের সামলানো এবং ম্যান ম্যানেজমেন্ট কোচদের অন্যতম অস্ত্র। আর এই কাজে ডাহা ফেল আলোন্সো। ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সঙ্গে সদ্যপ্রাক্তন রিয়াল কোচের ঝামেলার খবর কারও অজানা নয়। ব্রাজিলীয় তারকা প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছিলেন ভাল পারফরম্যান্স সত্ত্বেও তাঁকে বারবার তুলে নেওয়া হচ্ছে। পরে এই নিয়ে ক্ষমা চাইলেও, কোচের নাম মুখেও আনেননি ভিনিসিয়াস।

এখানেই শেষ নয়, কিলিয়ান এমবাপের মতো মহাতারকাকেও সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন আলোন্সো। স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে হারের পর, বিজয়ী বার্সেলোনাকে গার্ড অফ অনার দিতে সতীর্থদের বাঁধা দিয়েছিলেন এমবাপে। এমনকী কোচের আপত্তিতেও কান দেননি। আরেক রিয়াল তারকা ফেডেরিকো ভালভার্দেও কোচের স্ট্যাটেজি নিয়ে বিরক্ত ছিলেন। সহজ কথাটা হল, ফুটবলারদের উপর নিয়ন্ত্রণ-ই হারিয়ে বসেছিলেন আলোন্সো।

এই বিতর্কে ক্লাব কর্তারা আবার পুরোপুরো ছিলেন ফুটবলারদের পক্ষে। ছাঁটাই হওয়ার পর, স্প্যানিশ মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেন আলোন্সো। তাঁর বক্তব্য, এত ক্ষমতা কখনই খেলোয়াড়দের হাতে দেওয়া উচিত নয়। ক্লাব যদি সব সময় ফুটবলারদের পক্ষ নেয়, তাহলে ড্রেসিংরুমে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, নিজের ছাঁটাইয়ের কারণ হিসাবে পারফরম্যান্স নয়, মাঠের বাইরের খেলাকেই পরোক্ষে দায়ী করছেন আলোন্সো!

ক্যারিকেই ভরসা রাখল ম্যান ইউ

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ১৩ জানুয়ারি : যাবতীয় জল্পনার অবসান। শেষ পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হলেন মাইকেল ক্যারিক। তবে তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে শুধু চলতি মরশুমের শেষ পর্যন্ত। শনিবার প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ডার্বিতে ক্যারিকই ম্যান ইউয়ের ডাগআউটে থাকবেন।

মঙ্গলবারই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পা রাখেন ৪৪ বছরের প্রাক্তন ম্যান ইউ মিডফিল্ডার। ক্যারিকের সঙ্গে দৌড়ে ছিলেন ম্যান ইউয়েরই আরেক প্রাক্তনী ওলে গানার সোলসার। কিন্তু তাঁকে টপকে বাজিমাত করলেন ক্যারিক-ই। মজার কথা, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবে এর আগেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা ক্যারিকের রয়েছে। ২০২১ সালে সোলসার ছাঁটাই হওয়ার পর, তিন ম্যাচে দায়িত্ব সামলেছিলেন সোলসারের তৎকালীন সহকারী ক্যারিক। এবারও দায়িত্ব পেলেন অস্থায়ীভাবে। তবে নিজের পছন্দের সাপোর্ট স্টাফ নিয়েই কাজ শুরু করবেন ক্যারিক।

চলতি মরশুমেও প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ ম্যান ইউ। এফএ কাপ থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। প্রিমিয়ার লিগেও ২১ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন সপ্তম স্থানে। এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েই প্রথম ম্যাচে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটির মুখোমুখি হচ্ছেন ক্যারিক। তাঁর হাত ধরে ম্যান ইউ ঘুরে দাঁড়াতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

রিয়াধ ডার্বিতেও ব্যর্থ রোনাল্ডোরা

রিয়াধ, ১৩ জানুয়ারি : আবারও গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু ফের তাঁর দল হারল! এবার বিয়াধ ডার্বিতে আল হিলালের কাছে ১-৩ গোলে হারাল আল নাসের। সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ ম্যাচ জেতার পর, শেষ চার ম্যাচের তিনটিতেই হারলেন রোনাল্ডোরা! ড্র হয়েছে একটি ম্যাচ। ফলে ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে খেতাবি দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল আল নাসের। শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে রোনাল্ডোদের পার্থক্য বেড়ে হল ৭ পয়েন্ট। বিপক্ষের মাঠে শুরুটা ইতিবাচকভাবেই করেছিল আল নাসের। ৪২ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। এদিনের পর রোনাল্ডোর কেরিয়ার গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৯৫৯। হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে চাই আর ৪১টি। বিরতির সময় ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল আল নাসের। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-১ করেন আল হিলালের সালেম আলদাওসারি। তিন মিনিট পরেই বিশ্রী ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন আল নাসেরের গোলকিপার নাওয়াফ আল-আকিদি। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পর আর ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি রোনাল্ডোরা। ৮১ মিনিটে আল হিলালের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা মহম্মদ কানো। ৯২ মিনিট পেনাল্টি থেকে ৩-১ করেন রুবেন নেভেস।

গোলের পর সোবোজলাই।

এফএ কাপে বড় জয় লিভারপুলের

লিভারপুল, ১৩ জানুয়ারি : এফএ কাপে বার্নসলিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠল লিভারপুল। প্রতিপক্ষ দুর্বল বলেই প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্টদের ভুলের সুযোগ নিয়ে ম্যাচে ফিরতে পারেনি। আর্নে স্লটের দল সহজেই বড় জয় তুলে নিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছে।

ম্যাচের ৯ মিনিটের মাথায় ডমিনিক সোবোজলাই অসাধারণ একটি গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন। তবে কয়েক মিনিট পরেই সোবোজলাইয়ের একটি মারাত্মক ভুলে বেকায়দায় পড়তে পারতেন ভার্জিল ভ্যান ডাইকরা। তাঁর দুরন্ত গোলের পরেও সেই ভুল ঢাকা পড়ছে না তাঁর। লিভারপুল ৩৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে। জেরেমি ফ্রিমপং বল জালে জড়ান। কিন্তু ৪০ মিনিটে সোবোজলাইয়ের সেই ভুলেই ব্যবধান কমায় বার্নসলি। অ্যাডাম ফিলিপ্স একটি গোলটি করেন। ব্যাকহিল করতে গিয়ে বিপক্ষের গোলের মুখ খুলে দিয়েছিলেন সোবোজলাই। তা থেকে গোল করে বার্নসলি।

দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুলের আক্রমণের ধাঁজ আরও বাড়ে। কিন্তু ব্যবধান কিছুতেই বাড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত খেলার শেষ লগ্নে আরও দু'টি গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করে লিভারপুল। ৮৪ মিনিটে ৩-১ করেন ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ। সংযুক্ত সময়ে শেষ গোল হুগো একিতিকের।

ফিঙ্গার ক্রিকেটে শচীনকে টেক্কা দিলেন অমিতাভ

সুরাট, ১৩ জানুয়ারি : এক ফ্রেমে বলিউডের শাহেনশা এবং মাস্টার-ব্লাস্টার। শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে অভিনব ক্রিকেট যুদ্ধ জিতলেন অমিতাভ বচ্চন। তবে ২২ গজে নয়, ফিঙ্গার ক্রিকেটে! সুরাটে চলছে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ। সেখানেই সাক্ষাৎ হয় দুই কিংবদন্তির। আর শচীনকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসলেন অমিতাভ।

ফিঙ্গার ক্রিকেটে খেলা হয় হাতের আঙুল দিয়ে। একজন ব্যাট করার সময় অন্যজন থাকেন বোলারের ভূমিকায়। দু'জনকেই একসঙ্গে হাতের আঙুল দেখাতে হয়। যিনি ব্যাট করছেন, তিনি যতগুলি আঙুল দেখান, তত রান হয়। কিন্তু যদি দু'জনেই একই সংখ্যার আঙুল

দেখান, তাহলে ব্যাটার আউট। অভিনব এই ক্রিকেট যুদ্ধের প্রথম ম্যাচ অমিতাভ ৫ রানে জেতেন। পরের বার দু'জনেই ১২ রান করার ম্যাচ ড্র হয়।

নিজেদের খেলার ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অমিতাভ লিখেছেন, ক্রিকেট ঈশ্বরের সঙ্গে ফিঙ্গার ক্রিকেট খেলছি। মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যায়। এদিকে, শচীন আবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অমিতাভকে। তিনি লিখেছেন, আরও একটা ম্যাচ হোক। এবার গলি ক্রিকেটে। এবার দেখার, মাস্টার ব্লাস্টারের এই চ্যালেঞ্জ শাহেনশা গ্রহণ করেন কি না। দুই কিংবদন্তির আরও একটা ক্রিকেট যুদ্ধ দেখতে মুখিয়ে রয়েছে সবাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

14 January, 2026 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার

রাজদীপ পালের হ্যাটট্রিকে অনূর্ধ্ব ১৬ যুব লিগে মহামেডানকে ৬-০ গোলে হারাল মোহনবাগান

দাপুটে জয় মুম্বইয়ের

ছয় মারছেন হরমনপ্রীত। মঙ্গলবার নবি মুম্বইয়ে।

নবি মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : ডব্লুপিএলে গুজরাট জায়ান্টসের দৌড় থামাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। টানা দু'ম্যাচ জেতার পর, মঙ্গলবার মুম্বইয়ের কাছে ৭ উইকেটে হেরে গেল গুজরাট। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৯২ রান তুলেছিল গুজরাট। জবাবে ১৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই। আরও একটা ম্যাচ জেতানো হাফ সেঞ্চুরি এল হরমনপ্রীত কৌরের ব্যাট থেকে। এদিন ৪৩ বলে অপরাজিত ৭১ রান করেন মুম্বই অধিনায়ক। তিনি ৭টি চার ও ২টি ছয় মেরেছেন। ভাগ্যও আজ ছিল হরমনপ্রীতের সঙ্গে। তিন-তিনবার তাঁর ক্যাচ ফেলেছে গুজরাট। হরমনকে দারুণ সঙ্গ দেন নিকোলা ক্যারি। তিনি ২৩ বলে ৩৮ করে নট আউট থাকেন। এছাড়া ২৬ বলে ৪০ রান করেন আমনজোৎ কৌর।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, শুরুতেই সোফি ডিভাইনের (৮) উইকেট হারিয়েছিল গুজরাট। তবে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেন বেথ মুনি ও কণিকা আহুজা। ২৬ বলে ৩৩ করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন মুনি। অধিনায়ক অ্যাশলে গার্ডনার ক্রিজে এসে ভালই ব্যাট করছিলেন। কিন্তু ১১ বলে ২০ রান করে তিনিও আউট হন। পরের ওভারেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন কণিকাও (১৮ বলে ৩৫ রান)। আয়ুষী সোনি ১১ রান করে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। এর পরেও যে গুজরাট স্কোরবোর্ডে দুশোর কাছাকাছি রান তুলতে পেরেছিল, তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম ও ভারতী ফুলমালির। চাপের মুখে দু'জনে মাত্র ২৪ বলে ৫৬ রান যোগ করেন। জর্জিয়া ৩৩ বলে ৪৩ এবং ভারতী ১৫ বলে ৩৬ করে নট আউট থেকে যান।

ডব্লুপিএলে আজ হয়তো রুদ্ধদ্বার ম্যাচ

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : বুধবার নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাঁকা গ্যালারির সামনে খেলতে হতে পারে জেমাইমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মাদের। মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচনের কারণে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না স্থানীয় প্রশাসনের। সূচি বদলানোও সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে বিসিসিআই। তাই ক্লোজড ডোর ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত ভারতীয় বোর্ড। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং বোর্ডের তরফে রুদ্ধদ্বার ম্যাচে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। তবে দর্শক প্রবেশের অনুমতি পেতে বুধবার ম্যাচের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে বোর্ড। তবে বুধ ও বৃহস্পতিবার ম্যাচের সূচি অপরিবর্তিতই থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। সচিব দেবজিৎ শইকিয়া জানিয়েছেন, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারির ডব্লুপিএল ম্যাচ পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই হবে।

হরমনপ্রীতদের বিরুদ্ধে খেলেই অবসরে হিলি

মেলবোর্ন, ১৩ জানুয়ারি : আগামী ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের পরেই ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন। জানালেন আটবারের বিশ্বকাপজয়ী অ্যালিসা হিলি। অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক জানিয়েছেন, গত কয়েক মাস ধরেই তিনি চোটের সঙ্গে লড়ছেন। যা তাঁকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলেছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অবসর নেওয়ার। প্রসঙ্গত, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। হরমনপ্রীত কৌররা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিনটি করে ওয়ান ডে এবং টি-২০ ম্যাচ এবং একটি টেস্ট খেলবেন।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১২৩টি ওয়ান ডে এবং ১৬২টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন হিলি। রান করেছেন যথাক্রমে ৩৫৬৩ ও ৩০৫৪। ১০টি টেস্ট খেলে ৪৮৯ রান করেছেন। উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ১৭২টি ক্যাচ ধরেছেন। স্টাম্প করেছেন ১০৩টি। ৩৫ বছর বয়সী হিলির বক্তব্য, ভারত সিরিজের পরেই অবসর নিচ্ছি। খুব কঠিন হলেও, এই সিদ্ধান্ত একদিন তো নিতেই হত।

তিনি আরও বলেন, এই বিষয়টা অনেক দিন ধরেই মাথায় ছিল। গত কয়েকটা বছর মানসিকভাবে আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। চোট সমস্যায় রয়েছে। চেষ্টা করেছি, নিজের সেরাটা দেওয়ার। কিন্তু সেই মানসিক শক্তিও কমে আসছিল। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজটা বেছে নেওয়ার কারণ, এটা আমাদের কাছে অন্যতম বড় সিরিজ। ঘরের মাঠে বিদায় নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। এটা বড় ব্যাপার। হিলি মজা করে জানিয়েছেন, অবসরের পর তাঁর লক্ষ্য হবে স্বামী তথা অস্ট্রেলীয় পেসার মিচেল স্টার্ককে গলফে হারানো।

ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ে

প্রতিবেদন : লালবাবা রাইস আয়োজিত ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হল রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব। বর্ধমানে ৫ থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট ঘিরে ফুটবলপ্রেমী এবং সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই নিয়ে দু'বছরে পা দিল এই টুর্নামেন্টে। লালবাবা রাইসের কর্ণধার সনৎ কুমার নন্দী এবং তাঁর দুই পুত্র পার্থসারথি নন্দী ও পলাশ নন্দীর প্রচেষ্টায় ফসল এই টুর্নামেন্ট। বাংলার ফুটবলের প্রসারের জন্য তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস।

ফাইনালে রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব মুখোমুখি হয়েছিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ওড়িশার। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় ২-২ গোলে। ফলে খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। আর টাইব্রেকারে বাজিমাত করে রেলওয়ে। তবে ফাইনালের আগে বড় চমক ছিল, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের প্রাক্তনদের একটি প্রীতি ম্যাচ। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে বাইচুং ভুটিয়া এবং সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে হোসে ব্যারাটোরা আরও একবার সবার মন জয় করলেন। এছাড়া খেলেছেন অর্ণব মণ্ডল, সুলে মুসা, আলভিটো ডি'কুনহা, সুব্রত পাল, রহিম নবি, অসীম বিশ্বাস, মেহরাজউদ্দিন-সহ আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন তারকারা। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ড্র হওয়ার পর, টাইব্রেকারে জেতেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনীরা।

কিশোর দলের নৈশ ফুটবল

প্রতিবেদন : হাওড়ার কদমতলা কিশোর দল পরিচালিত দু'দিনের নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কদমতলার দিদিমনির মাঠে আয়োজিত হয় ১৬টি দলের প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন ভবতারিণী স্পোর্টিং ক্লাব। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবাংশু দাস, দাশনগর ট্রাফিক গার্ডের আইসি সাবির আব্বাস, আইনজীবী চন্দনকান্তি চক্রবর্তী, প্রমুখ। প্রতিযোগিতার সাফল্যে খুশি ক্লাবের সম্পাদক মিলন সাঁতরা।

চার গোলে নায়ক রিচমন্ড।

বীরভূমকে সাত গোল সুন্দরবনের

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগে দারুণ শুরু করেও ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যাচ্ছিল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র খেলায়। অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল মেহতাব হোসেনের দল। মঙ্গলবার কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ৭-০ গোলে চূর্ণ করল সুন্দরবন। তার মধ্যে একাই চার গোল করেন রিচমন্ড কোয়েসি। দুরন্ত জয়ে ১১ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে রয়্যাল সিটিকে টপকে লিগ টেবলে দুইয়ে উঠে এল সুন্দরবন। প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মেহতাবের দল। ৪ মিনিটে কোয়েসির প্রথম গোল। ৩১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান শ্যাম। তৃতীয় গোল ফের কোয়েসির। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল করেন সাদ্দাম। ৮০ ও ৮৪ মিনিটে ফের গোল কোয়েসির। ৮৯ মিনিটে গোল হেনরির।

১৭ মে পর্যন্ত আইএসএল, প্রশাসনিক কমিটি গঠন

প্রতিবেদন : আইএসএল আয়োজন করতে দ্বিস্তরীয় প্রশাসনিক কাঠামো অনুমোদন করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ১৪ দলের অংশগ্রহণ চূড়ান্ত হওয়ার পরই মঙ্গলবার ক্লাবগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে লিগ পরিচালনার জন্য দু'টি প্রধান কমিটি গঠন করার প্রস্তাব অনুমোদন করল ফেডারেশন। পাশাপাশি লিগের এবারের ৯১ ম্যাচের সংক্ষিপ্ত আইএসএল ১৭ মে-র মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহান্তে শুক্র, শনি ও রবিবার থাকবে ডাবল হেডার। ১৪ দল চূড়ান্ত হওয়ার পর মহাদেশীয় স্লটের অনুমতির জন্য ইতিমধ্যেই এএফসি-কে চিঠি দিয়েছে ফেডারেশন।

এই প্রশাসনিক কাঠামোয় আইপিএলের ধাঁচে ২২ সদস্যের গভর্নিং কাউন্সিল সর্বোচ্চ পরিচালক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি ১১ সদস্যের একটি অপারেশন বা ম্যানেজমেন্ট কমিটি লিগের দৈনন্দিন ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম তদারকিতে থাকবে। গভর্নিং কাউন্সিলের নেতৃত্বে থাকবেন ফেডারেশন সভাপতি ও সহসভাপতি। এছাড়াও ক্লাবগুলির প্রতিনিধি হিসেবে গতবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ও রানার্স বেঙ্গালুরু এফসি, ফেডারেশনের কার্যকরি কমিটির প্রতিনিধি, স্বাধীন সদস্য, সম্প্রচার ও বাণিজ্যিক পার্টনারের প্রতিনিধিও থাকবেন। অপারেশন কমিটিতে ফেডারেশন কর্তাদের পাশাপাশি গত মরশুমের সেরা দুই দল-সহ পাঁচটি ক্লাবের প্রতিনিধিরা লিগের দৈনন্দিন কাজকর্ম, আইন ও নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিষয়ের তদারকিতে থাকবেন।

গভর্নিং কাউন্সিল চলতি সপ্তাহেই লিগের ভেনু চূড়ান্ত করার পাশাপাশি সম্প্রচার ও বাণিজ্যিক স্বত্বের জন্য টেন্ডার প্রকাশে অনুমতি দিতে পারে। এএফসি স্লটের অনুমোদন পেলে দ্রুত সূচিও চূড়ান্ত করতে চায় এআইএফএফ।

সন্তোষের দল ঘোষণা বাংলার

ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার বাংলার।

প্রতিবেদন : সন্তোষ ট্রফির জন্য ২২ জনের দল ঘোষণা করলেন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা এবার খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামবে। সন্তোষের মূলপর্ব অসমে। বাংলার প্রথম ম্যাচ ২১ জানুয়ারি নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, চাকু মান্ডিদের মতো পরীক্ষিত মুখদের পাশে চূড়ান্ত স্কোয়াডে রয়েছে একঝাঁক নতুন মুখ। কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বেসরা, বিক্রম প্রধান, তন্ময় দাসরাও রয়েছেন দলে। মোহনবাগানের দুই ফুটবলার মার্শাল কিস্কু ও উত্তম হাঁসদা জায়গা পেয়েছেন দলে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র দুই ফুটবলার আকাশ হেমব্রম ও আকিব নবাব বাংলা দলে রয়েছেন। ১২ দল নিয়ে শুরু হবে ৭৯তম সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব। 'এ' গ্রুপে বাংলার সঙ্গে রয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান এবং অসম। 'বি' গ্রুপে রয়েছে কেরল, সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রেলওয়েজ ও মেঘালয়। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের কাছে ০-৪ গোলে হারে বাংলা। নিজেদের ভুলে গোল হজম করে দল। বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন বললেন, কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। সেগুলো নিয়ে আমরা আগামী কয়েকদিন কাজ করব। যারা এবার দলে রয়েছে, আমি মনে করি এরাই সবচেয়ে বেশি যোগ্য।

মাঠে ময়দানে
14 January, 2026 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতের ভিসা পেলেন না আমেরিকার পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার আলি খান

রাজকোটেও চর্চায় সেই রো-কো

আজ জিতলেই সিরিজ ভারতের

রাজকোট, ১৩ জানুয়ারি : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসের জোরালো হাওয়া বইছে ভারতীয় শিবিরে। প্রথম ম্যাচ জেতার সুবাদে ১-০ ফলে এগিয়ে শুভমন গিলরা। বুধবার জিতলেই, সিরিজ পকেটে পুরে ফেলবে টিম ইন্ডিয়া।

দুরন্ত ফর্ম রয়েছেন বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৯৩ রানের অনবদ্য ইনিংস। স্বস্তি ফিরিয়ে দীর্ঘদিন পর রানে ফিরেছেন শুভমনও। শ্রেয়স আইয়ার, কে এল রাহুলরাও ব্যাট হাতে ভরসা দিয়েছেন। ভারতীয় শিবির এবার চাইছে, রাজকোটে রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে বড় রান। প্রথম ম্যাচে শুরুটা আশা জাগিয়ে করেও ২৬ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন হিটম্যান।

মঙ্গলবার ছিল ঐচ্ছিক অনুশীলন। তাই মাঠে আসেননি বিরাট, রোহিতরা। টিম হোটেলেই বিশ্রাম নিয়েছেন। তবে শুভমন, আয়ুষ বাদোনি, রবীন্দ্র জাদেজা, ধ্রুব জুরেল, অর্শদীপ সিং এবং কুলদীপ যাদব নেট কেরেছেন। চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁর বিকল্প হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে বাদোনিকে। বুধবার ২৬ বছর বয়সী ব্যাটারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আরও একটি বদল হতে পারে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বদলে রাজকোটে নতুন বল হাতে দেখা যেতে পারে বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপকে। রাজকোটের ২২ গজে বরাবরই বাউন্স থাকে। যা স্ট্রোক প্লে-র জন্য আদর্শ। বলও ভাল গতিতে ব্যাটে আসে। ফলে বুধবারের ম্যাচেও বড় রান ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। রো-কো'র ব্যাট থেকে বড় রানে দেখার আশায় মুখিয়ে রয়েছেন স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরও।

জোর চর্চা, রোহিত ও বিরাটের সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যদিও মঙ্গলবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে তা ওড়ালেন গম্ভীরের সহকারী সিতাংশু কোটাক। তিনি বলেন, রোহিত ও বিরাট দলের সবথেকে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওরা মাঠে নেমে যেমন নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে। তেমনই ড্রেসিংরুমে কথাও বলছে। মাঠের ভিতরে অধিনায়ক শুভমনকেও পরামর্শ দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কিছুই দেখছি। সেগুলো পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

ওয়াশিংটনের জায়গা বাদোনির সুযোগ পাওয়া নিয়ে তোপ দেগেছেন নেটিজেনরা। বলা হচ্ছে, দিল্লি এবং গম্ভীরের পুরনো

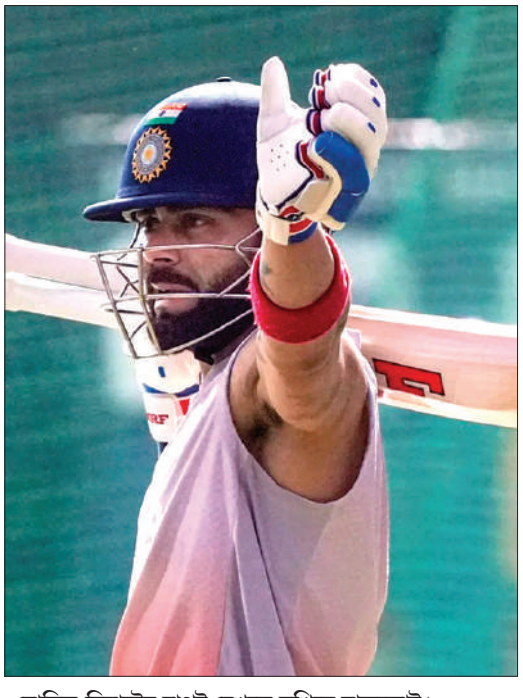

রোহিত-বিরাটের দাপট দেখতে মুখিয়ে রাজকোট।

আইপিএল দলের ক্রিকেটার বলেই বাদোনি স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন। কোটাক যদিও বলছেন, ভারত এ দলের হয়ে বাদোনির পারফরম্যান্সই জাতীয় দলের দরজা খুলে দিয়েছে। ও ব্যাটের পাশাপাশি বলও করতে পারে। তাই ওয়াশিংটনের আদর্শ বিকল্প হতে পারে। এখন কিন্তু কোনও দলই পাঁচ বোলার নিয়ে মাঠে নামে না। বরং সাদা বলের ফরম্যাটে অলরাউন্ডারদেরই চাহিদা বেশি।

কিউয়ি শিবিরও বুধবারের ম্যাচটাকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। এদিন হেনরি নিকোলস সাংবাদিক বৈঠকে এসে বলে গেলেন, বর্তমানে ওয়ান ডে ম্যাচের সংখ্যা কমে গিয়েছে। তাই এই সিরিজ আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ম্যাচে আমরা যদি আরও ১৫-২০ রান তুলতে পারতাম, তাহলে ফল অন্যরকম হত। নিকোলসের সংযোজন, বিরাট কোহলি দারুণ ফর্মে রয়েছে। বাকি ভারতীয় ব্যাটাররাও রান করছে। তবে আমাদের বোলাররা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নামবে। আমাদের লক্ষ্য, এই ম্যাচটা জিতে সিরিজের আকর্ষণ জিইয়ে রাখা।

সৌরভের দলের জয়ের হ্যাটট্রিক

কেপটাউন, ১৩ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণাধীন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। প্রথম পাঁচ ম্যাচে চারটি হারের ও একটি জয়ের পর, টানা তিন ম্যাচ জিতে লিগের শীর্ষ উঠে এসেছে সৌরভের দল। শেষ ম্যাচে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস বোনাস পয়েন্ট-সহ ৫৩ রানে হারিয়েছে এমআই কেপটাউনকে। ফলে ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট হয়েছে প্রিটোরিয়ার। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৫ রান তুলেছিল প্রিটোরিয়া। ১৩ ওভারে প্রিটোরিয়ার রান ছিল ৪ উইকেটে ৮৯। সেখান থেকে শেরফানে রাদারফোর্ডের ২৭ বলে ৫৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস দলকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দিয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, রেজা হেনড্রিকসের ৫০ বলে অপরাজিত ৬৮ রান সত্ত্বেও ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩২ রানেই আটকে যায় কেপটাউন।

আইসিসি-র অনুরোধেও সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ

দুবাই, ১৩ জানুয়ারি : আইসিসি-র সঙ্গে বাংলাদেশ বোর্ডের ভার্চুয়াল বৈঠকেও বরফ গলল না। ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ। মঙ্গলবার দুপুরে আইসিসি-র সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে, তাদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত আবারও এদিন আইসিসি-কে জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি। বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে নিরপেক্ষ ভেনুতে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব পুনরায় আইসিসি-কে দিয়েছে বিসিবি। লিটন দাসদের বোর্ড জানিয়েছে, ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ, অফিসিয়ালদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকেই তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এদিনের বৈঠকে আইসিসি-র তরফে ফের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করা হয় বিসিবি-কে। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে বলা হয়, ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তা পরিবর্তন করা এখন খুবই কঠিন। কিন্তু তাতেও বরফ গলেনি। তবে আইসিসি ও বিসিবি আলোচনার মাধ্যমে এই সংকটের সমাধান খুঁজতে সম্মত হয়েছে। আগামী দিনগুলোয় দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সেমিফাইনালে পাঞ্জাব-বিদর্ভ

বেঙ্গালুরু, ১৩ জানুয়ারি : বিজয় হাজারে ট্রফির সেমিফাইনালে উঠল পাঞ্জাব এবং বিদর্ভ। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে পাঞ্জাব ১৮৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে মধ্যপ্রদেশকে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে দিল্লিকে ৭৬ রানে হারিয়েছে বিদর্ভ। সেমিফাইনালে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলবে পাঞ্জাব। অন্যদিকে, বিদর্ভ খেলবে কর্নাটকের বিরুদ্ধে। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৪৫ রান তুলেছিল পাঞ্জাব। সর্বোচ্চ ৮৮ রান করেন প্রভসিমরন সিং। এছাড়া আনমোলপ্রীত সিং ৭০, নেহাল ওয়াধেরা ৫৬ ও হারনুর সিং ৫১ রান করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৩১.২ ওভারে মাত্র ১৬২ রানে গুটিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ। এদিকে, দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ৩০০ রান তুলেছিল বিদর্ভ। যশ রাঠোর সর্বোচ্চ ৮৬ রান করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৫.১ ওভারে ২২৪ রান অল আউট হয় দিল্লি।

বিরাট এখন নিজের খেলা উপভোগ করছে : অশ্বিন

চেন্নাই, ১৩ জানুয়ারি : শেষ পাঁচ ইনিংসে বিরাট কোহলির রান যথাক্রমে-- ৭৪, ১৩৫, ১০২, ৬৫ এবং ৯৩! কোনও অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে, আগামী বছরের একদিনের বিশ্বকাপ দলে কিং কোহলির জায়গা পাকা। বরোদায় মাত্র সাত রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করলেও, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৮ হাজার রান করার নজির গড়েছেন বিরাট। দেখে মনে হচ্ছে, নিজের সেরা ফর্মে রয়েছেন।

প্রাক্তন সতীর্থ তথা টেস্টে পাঁচশোর বেশি উইকেট নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বিন মনে করেন, নিজের ব্যাটিং টেকনিকে কোনও বদল আনেননি বিরাট। তবে মানসিকতা বদলে ফেলেছেন। এখন শুধুই ক্রিকেট উপভোগ করার জন্যই মাঠে নামেন। নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, বিরাটকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর মাথায় কোনও চাপই নেই। একেবারে খোলা মনে খেলছে। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ও নিজের খেলায় কী পরিবর্তন করেছে? তাহলে উত্তর হবে, কোনও বদলই আনেনি। কোনও কিছু নিয়ে ভাবছেও না। বরং সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেরিয়ারের বাকি সময়টা ও শুধুই ক্রিকেট উপভোগ করবে।

অশ্বিনের সংযোজন, বিরাটকে দেখে মনে হচ্ছে, ছোটবেলায় যেমন খেলত, সেভাবেই এখনও খেলছে। সেই একই আবেগ, একই খিদে। শুধু এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এতগুলো বছরের অভিজ্ঞতা। অশ্বিন আরেক ভারতীয় ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ারেরও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, শ্রেয়স ওয়ান ক্রিকেটের সবথেকে ধারাবাহিক ক্রিকেটার। তবে প্রথম ম্যাচে ওর আউটটা স্বভাবসুলভ ছিল না। ম্যাচের এমন জায়গায় ও সাধারণত নিজের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসে না। বরং ম্যাচ শেষ করেই প্যাভিলিয়নে ফেরে। তবে চোট সারিয়ে অনেক দিন পর মাঠে ফিরেছে। একটা বা দুটো ম্যাচে এমনটা হতেই পারে। পাশাপাশি কাইল জেমিসনের যে বলে আউট হয়েছে, সেটা সত্যিই খুব ভাল বল ছিল।